

ॐ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ—ସନାତନ ଧର୍ମ

ଜଗତେର ଧର୍ମଦତ୍ସୂହେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଚୀନତମ ହଳ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ । ଏହି ଧର୍ମକେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରା ହେଁ ଥାକେ । ଏଜନ୍ୟାଇ ଏର ଉଭୟର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରା ଯାଯା ନା । ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆର୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଅବତାରପୁରୁଷ, ଆଚାର୍ୟ ଓ ଅପରାପର ମହାପୁରୁଷର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀର ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଗଭିର ରୂପ ଧାରଣ କରେଛେ ।

ସୁପ୍ରାଚିନ କାଳ ଥେକେଇ ହିନ୍ଦୁଗଣ ମାନୁଷେର ଧର୍ମାଚାରଣେର ବୈଚିତ୍ରିକେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରେ ଆସଛେ । ଭାରତବରେ ଧର୍ମୀୟ ବହୁବାଦ ତାଇ ଏକଟି ବାନ୍ତବ ସତ୍ୟ । ଧର୍ମଜଗତେର ଆଚାର୍ୟଗଣେର ଯେ ତେବେ ଦେଖା ଯାଯା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଥା ଅନସ୍ତ୍ରୀକାର୍ୟ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଧର୍ମକର୍ମ ନିର୍ଭର କରିଛେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଂଶଧାରାର ବୈଚିତ୍ରେ ଉପର । ଏତେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହ୍ୟ ଯେ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଜନଜୀବନେର ସଙ୍ଗେ ନିବିଡ଼ ସମସ୍ତକେ ଆବଦ୍ଧ ।

ବେଦପ୍ରାମାଣ୍ୟେ ବିଶ୍ୱାସ ହଳ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଅପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ବୈଦିକ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଯୋଗିଗଣେର ହ୍ୟାନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଅତି ଉଚ୍ଚେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ପ୍ରଧାନ ଶାସ୍ତ୍ର ହଳ ବେଦ । ବେଦ କୋନଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣିତ ହ୍ୟାନି । ଏହଜନ ବେଦ ଅପୌରସ୍ୟେ । ସୁପ୍ରାଚିନ କାଳ ଥେକେ ଧ୍ୱନିକୁଳେର ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟପରମ୍ପରାଯାର କଥିତ ହ୍ୟେଛେ । ତାରଇ ଶାସ୍ତ୍ରରୂପ ହଳ ବେଦ । ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦେର ମାହାତ୍ୟ ସମସ୍ତକେ ବଲତେ ଗିଯେ ବେଦକେ ‘ଆନରାଶି’ ବଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ।

ଭାରତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳତ ବେଦାନୁଗ । ତାର ବ୍ୟାପକତା ଓ ଗଭିରତା କାଳପ୍ରବାହେ ଏକ ବିଶାଲ ରୂପ ନିଯେଛେ । ବେଦ ବା ଶ୍ରୁତି ଛାଡ଼ା ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି—ଯା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଜୀବନକେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରତେ ସମର୍ଥ ସେଣ୍ଟଲିଇ ଭାରତବରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ୍ୟେଛେ । ତଥାପି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉପଜୀବ ହିସେବେ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ରୟ ଅର୍ଥାଂ ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଏବଂ ବେଦାନ୍ତଦର୍ଶନକେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହ୍ୟାନ ଦେଓଯା ହ୍ୟ । ଏଥାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯେତେ ପାରେ

শাস্ত্রকে ভিত্তি করেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন মতবাদ (School) সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—বৈত, বিশিষ্টাবৈত, আবৈত ইত্যাদি। আবার সাধনপ্রণালীর ভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য যে সত্য, তাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি হল সত্যকে সংগৃহ ভগবান বা পরমেশ্বর বলে চিন্তা করা, অন্যটি হল সেই সত্যকে নির্ণগ নির্বিশেষ পরব্রহ্ম বলে ধ্যান করা।

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বকে ‘অবাঙ্গমনসোগোচরম’ বলা হয়েছে। একমাত্র ‘নেতি’ ‘নেতি’ করেই অগ্রসর হতে হবে ব্রহ্মোপলক্ষির পথে। পরিদ্রশ্যমান এই বিচিত্র জগৎকে ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে বিচার করলে যে পরমসত্ত্ব থেকে যাবেন তিনিই সংস্কৰণ ব্রহ্মবন্ধু। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মবন্ধুকেই সচিদানন্দরূপ বলে, নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই হল হিন্দুমতে চূড়ান্ত তত্ত্বকথা। তবে অনেকের মতে সেই নির্ণগ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বকেই ঈশ্বর বা ভগবান অর্থাৎ সংগৃহ ব্রহ্মরূপে চিন্তন হল সর্বোত্তম ধারণা। তিনি আমাদের পিতা, তিনি করণাময়, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান চিরনির্ভর—এই ধারণা চিরশাস্ত্রিলাভের উপায়। এজন্যই ভারতবর্ষের সর্বত্র সংগৃহ ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরোপাসনার উপর এত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

পরব্রহ্ম বিষয়েই প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। বৈদিক যুগের অবসানপর্বে পরব্রহ্মের ধারণার উল্লেষ ঘটেছিল, বলা যায়। এ ধারণার মর্মমূলে ছিল বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে স্বীকৃত এবং নানা বৈদিক স্তুবস্তুতিতে উল্লিখিত দেবদেবীকে একসূত্রে প্রথিত করবার প্রয়াস। এই পরব্রহ্মাই হলেন অনন্ত অসীম ভূমা।

আমাদের সেই সমস্ত আর্য খৰির কথা উপনিষদে কথিত আছে, যাঁরা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের বাহ্যসর্বস্তুতায় বিরক্ত হয়ে এক আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে অন্তর্মুখী হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁরা ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিনন্দন উপলক্ষ করেছিলেন।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে অমৃতস্বরূপ, তা অজর অমর বিকাররহিত। সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মারই স্বরূপ। আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদত্ব না বুঝলে মানবাত্মার

স্বরূপটি কারও কাছেই উঞ্চোচিত হবে না। দীপালোক ধূলায় মলিন দেখায় মাত্র, কিন্তু ধূলিটুকু দূরীভূত হলেই স্বপ্নকাশ সেই আলোকচ্ছটা পূর্ণ গৌরবে প্রকাশমান হয়। জীবাত্মা (আত্মা) ও পরমাত্মার (ব্রহ্ম) ঐক্যবোধ যতক্ষণ না উপলব্ধ হয় ততক্ষণ জীবের মুক্তি হয় না এবং পুনর্জন্মও বন্ধ হয় না—এই বিশ্বাস হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উভয়ের ঐক্যানুভূতিতেই জীব সংসারচক্র বা পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—নুনের পুতুল সাগরে জল মাপতে গিয়ে গলে গেল, আর ফিরল না।

বন্ধুত হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অসীমের চিন্তন। প্রকৃত কথা এই যে, সৎ-চিৎ-আনন্দের উপলব্ধিই হল হিন্দুর পরম ও চরম লক্ষ্য। সে অঙ্গকে নিয়ে থাকতে বাধ্য হলেও ভূমাকে বিস্মৃত হয়নি। ভূমার উপলব্ধিই পরম পুরুষার্থ—মোক্ষ। মোক্ষ বলতে বোঝায় সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে বিমুক্তি। এইটিই হল হিন্দু নরনারীর পরম লক্ষ্য। তবে হিন্দুধর্ম একথাও বলে যে, মোক্ষপ্রাপ্তি মানবের পক্ষে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নয়, তা কেবলমাত্র প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি, কারণ আত্মা নিয়ত মুক্তস্বভাব।

মানবজীবনের অপূর্ণতা হল অজ্ঞান। কিন্তু হিন্দুগণের বিশ্বাস, এই অজ্ঞান আগম্নিক, তাই সেটি দূরীভূত হতে পারে। উপনিষদে সেই পরম জ্ঞানের কথা আছে যা অজ্ঞানকে দূর করতে পারে। হিন্দুধর্ম অসীম অনন্ত আত্মাকেই একমাত্র সত্য বলে অঙ্গীকার করে। মানবজীবন সম্পর্কে হিন্দুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা স্বরূপত অসীম, সুতোং জীবন হল অনন্ত। যোগ হল আত্মস্বরূপের উপলব্ধির পথ। যোগ বলতে বোঝায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন, তবে পরমাত্মা রয়েছেন জীবাত্মারই গভীরে সুপ্ত হয়ে। যোগদর্শন হল জগৎসত্ত্ববাদী এবং বৈচিত্রিবাদী দর্শন, যার ব্যবহারিক দিকটি মানবচিত্তকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। মানবসত্ত্বকে অতিক্রম করে দেবসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনাই হল হিন্দুর চিরায়ত সাধনা।

হিন্দুধর্মের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে মূর্তিপূজার মধ্যে। মূর্তি হল নিরাকার-নির্ণৰ্ণ সত্ত্বের উপলব্ধির নিশ্চিত একটি প্রতীক বা মাধ্যম। মূর্তির মধ্য দিয়েই হিন্দু-পূজক চরম ও পরম সত্ত্বকে দর্শন করেন। মূর্তি হল পরম সত্ত্বের প্রতিভূ। ভাষাব্যবহার যেখানে স্তুতি, সেখানে আছে পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভব। নিষ্ঠাবান হিন্দু মন্দিরে দেবদর্শনে যান এবং সমগ্র দেবালয়কেই পবিত্র বলে অনুভব করেন। তবে তাঁরা এও জানেন যে, অসীম

অনন্ত সত্তা দেবালয়কে ছাড়িয়েও সর্বভূতে বিরাজমান। এভাবেই মৃত্তির মধ্য দিয়ে অসীমের উপলব্ধি সন্তুষ্ট হয়।

একথা সত্ত্ব যে, সাধারণ স্তরে হিন্দুধর্মে মৃত্তিপূজার একটা গুরুত্ব আছে যেখানে মৃত্তিকেই দেবতা বলে চিন্তা করা হয়। এজন্যই তো হিন্দু সংস্কারকগণ প্রকৃত সত্ত্বের প্রতি হিন্দুর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস করেছেন। এ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়াসকে স্মরণ করা যেতে পারে। (খানিকটা পাশ্চাত্য রীতিনীতিতে বিশ্বাসী) ব্রাহ্মসমাজ তার প্রতিষ্ঠাতা তথা-প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে মৃত্তিপূজাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী আবার এই আদ্দেলনে-নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তিনি মৃত্তিপূজার পাশাপাশি অবতারবাদকেও করলেন বর্জন। বিপরীতদিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য জীবন ও বাণীর আলোকে মৃত্তিপূজাকে আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মৃত্তিপূজার প্রকৃত তৎপর্য তিনি জগতের সামনে তুলে ধরলেন।

ইষ্টের সঙ্গে পূজকের নিবিড় সম্বন্ধই হল হিন্দুসাধনার মূল ভিত্তি। ইষ্টকৃপাকণ্ড এবং প্রসন্নতা হল ভড়ের কাছে মোক্ষ অপেক্ষা বেশি আদরণীয়। কোনও কোনও সম্প্রদায় আবার ইষ্টসামিধ্য নিরন্তর উপলব্ধি করেই পরম তৃপ্তিলাভে কৃতার্থ হন।

সাধারণ হিন্দুর ধর্মজীবন পূজার্চনা এবং ধর্মীয় উৎসবে যোগদানের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। সেই জীবনে বুদ্ধিনির্ভর তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রায়শ অনুপস্থিত। দেবালয়ে এবং স্থগতে পূজার্চনার মধ্যেই সাধারণ হিন্দু নিজেকে ব্যাপ্ত রাখেন। দেবালয়ে ধর্মীয় উৎসব এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রতপালন সাধারণ হিন্দুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বৎসর, মাস এবং সপ্তাহের বিভিন্ন সময়েই ব্রতগুলি উদ্যাপিত হয়। ব্রত উদ্যাপনের সঙ্গে উপবাস, ধর্মীয় গাথাপাঠ ও শ্রবণ এবং বিভিন্ন ধরনের পূজাপার্বণের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

তীর্থ্যাত্রা হিন্দুধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আধ্যাত্মিক ও দৈবতাবসম্পন্ন পবিত্র স্থানই হল তীর্থস্থান, হিন্দুগণ তীর্থভ্রমণের পুণ্যসঞ্চয়ে সতত আগ্রহান্বিত। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান হলেও যেস্থানে থেকে যুগ যুগ ধরে সাধক ও তপস্বীগণ ঈশ্বরের একান্ত সাধন-ভজন করেন সেস্থান ক্রমে

ପବିତ୍ର ହୟେ ଜାଗତ ହୟ । ତାଇ ତୀରେ ଏତ ମାହାସ୍ୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁର ତୀର୍ଥସେବାଯ ଏତ ଅଭିଲାଷ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଉପବାସେର ଧୟୀଯ ତାଃପର୍ୟ ଅନସ୍ତିକାର୍ୟ । ଉପବାସେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂୟମେର ଅଭ୍ୟାସ ହୟ । ସଂସକ୍ଷିପ୍ତ ଧର୍ମଜୀବନେ ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ୟତମ ଶର୍ତ୍ତ । ସଂସକ୍ଷିପ୍ତ-ପ୍ରସଙ୍ଗେଇ ଏସେ ପଡ଼େ ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ମେର କଥା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂୟମେର ମଧ୍ୟେଇ ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ମ ନିହିତ । ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାରୀ ଏହି ସଂସକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରବେଳ । ପରବତୀ କାଳେ ଗାହିତ୍ୟାଶ୍ରମେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୟେ ତିନି ସାଂସାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦ୍ୟାନ୍ତ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଲନେ ସଚେଷ୍ଟ ହବେଳ । ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମେର ସଂସକ୍ଷିପ୍ତ-ଅନୁଶୀଳନ ଗୃହିଜୀବନକେ ସୁସଂସ୍ଥତ ଓ ସୁଖକର କରେ ବଲେ ହିନ୍ଦୁର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଅଞ୍ଜାନେର ନିରାକରଣ କରେ ବ୍ରକ୍ଷାତ୍ମେକ୍ୟବୋଧ—ଏହି ହଲ ଭାରତବରେ ହିନ୍ଦୁର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁର ସାଧନା ଚାରଟି ଧାରାଯ ପ୍ରବାହିତ । ଏହି ଚାରଟି ଧାରା ହଲ : ଜ୍ଞାନଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ (ଧ୍ୟାନଯୋଗ) ।

ଜ୍ଞାନଯୋଗ ହଲ ବ୍ରକ୍ଷାତ୍ମେକ୍ୟବୋଧେର ପଥ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ସାଧକେର ଅନ୍ତରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାଯେର ଜୟ ଦେଇ ଯେ, ମେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୁର୍ଲିପ୍ତ, ତୁଳ୍ବ ଦେହଧାରୀମାତ୍ର ନୟ, ମେ ମହେ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବ ଆୟୁଷ୍ମରନ୍ତପ । ଏହେନ ଆୟୁଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୁବ ହବେ ବିବେକୋଦୟେର ମାଧ୍ୟମେ, ବିବେକ ବଲତେ ବୋବାଯ ସଂସ୍କରନ୍ତପ ଆୟା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅନାୟାର ଡେଙ୍ଗଜ୍ଞାନ ।

ଜ୍ଞାନଯୋଗ ବିଚାରାତ୍ମକ । ମନନେର ପଥ ବେଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦିଧ୍ୟାସନେର ମାଧ୍ୟମେ ହବେ ଆୟୁସାକ୍ଷାତ୍କାର । ମନନେ ଯା ଛିଲ ବୁଦ୍ଧିତେ, ଧ୍ୟାନେ ତାରଇ ହବେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଅନୁଭବ । ଦେହ ଯେନ ରଥ, ଆର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମ ହଲ ସେଇ ରଥେର ଅଶ୍ଵ । ମନ ହଲ ସେଇ ଅଶ୍ଵେର ଲାଗାମ ଆର ବୁଦ୍ଧି ହଲ ସାରଥି । ରଥେ ସ୍ଵାମୀ ହଲେନ ସ୍ଵର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବ ଆୟା ବା ବ୍ରକ୍ଷ ।

ଭକ୍ତିଯୋଗେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଲ ସାଧକେର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରେମକେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୂଳୀ କରେ ତୋଳା । ଭାଗବତ ପୁରାଣେ ଭଗବାନ ସ୍ଵର୍ଗ ବଲେଛେନ, ଗଙ୍ଗା ଯେମନ ସାଗରେର ଉଦ୍ଦେଶେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୟ, ତେବେନଇ ସଖନ ତାର ନାମଗୁଣଗାନ ଶ୍ରୁତ ହୟ ତଥନ ଭକ୍ତେର ହଦୟଓ ଭଗବାନେର ପ୍ରତିଇ ଧାବିତ ହୟ । ହିନ୍ଦୁର ବିଶ୍ୱାସ, ସଖନ ଧର୍ମେ ଗ୍ରାନି ଓ ଅଧିରେ ଅଭ୍ୟାସାନ୍ତ ହୟ ତଥନଇ ଶ୍ରୀଭଗବାନ ସ୍ଵର୍ଗ ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଅବତିଣ ହନ ।

ঈশ্বরানুভূতির তৃতীয় পথ হল কর্মযোগ। যাঁরা কর্মতৎপর তাঁদের জন্যই এই যোগের উপদেশ, লক্ষ্য হল কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ। হিন্দুধর্ম কর্মত্যাগের কথা বলে না। সর্বত্রই পরম সত্য বিরাজিত। সর্বস্তু পণ কোরে কর্ম করে যাও। কিন্তু সে যেন হয় জ্ঞানীর কর্ম, ফললাভের কামনাকলুষিত কর্ম নয়। কর্ম করবার কৌশলটি আয়ত্ত করো, যাতে কর্মের মাধ্যমেই হয় সত্যলাভ। নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল ঈশ্বরে শরণাগতি এবং তাঁর প্রীত্যর্থে কর্মকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা। ‘পদ্মপত্র যেমন জলে থাকলেও সিংক হয় না, তেমনই নিরাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণপূর্বক কর্ম করলে বঙ্গনে আবদ্ধ হতে হয় না।’ গীতার উপদেশ : ‘কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।’ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করবার প্রেরণা আসে তখনই।

যোগীকে পরম ও চরম উৎকর্ষে উন্নীত করে দেবার জন্যই ধ্যানযোগের অন্য নাম রাজযোগ। রাজযোগ হল বিজ্ঞানমনস্ত মানুষের জন্য শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়।

যোগ হল অন্তর্মুখিতার পথ যার সাধনায় যে-কোনও সৃষ্টিশীল কর্মে সিদ্ধি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই পথ বেয়েই আবার উপনীত হওয়া যায় সত্যকার আত্মবোধে। হিন্দুধর্ম সকল যোগকেই একটি অন্যটির পরিপূরক বলে স্বীকার করে। সকলের পক্ষে একান্তভাবে কোনও একটি যোগকে অবলম্বন করার উপদেশ দেওয়া হয় না। হিন্দুধর্ম আহুন করে যোগচতুষ্টয়কে পরীক্ষা কোরে নিয়ে, যেটিতে যার সুবিধা সেটিকেই গ্রহণ করতে। লোকসমূহ ভিন্নরূপ ও ভিন্নমত। সকলের জন্য তাই একটিমাত্র পথের নির্দেশ যথাযথ নয়। মানবজীবনে যোগচতুষ্টয়কে সমন্বিত কোরে সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন তৈরি করা আধুনিক যুগের মানুষের আদর্শ—এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রশ্ন হতে পারে : কীভাবে জীবনযাপন করব ? হিন্দুধর্ম বর্ণ এবং আশ্রম, এ দুটির কথাই এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে। কেবলমাত্র বর্ণ বা প্রকৃতি নয়, আশ্রমও এ-বিষয়ে সর্বিশেষ বিচার্য।

প্রথমটি হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রমে অষ্টম থেকে দ্বাদশ বর্ষীয় বিদ্যার্থী অধিকারী। বিদ্যার্থী তখন বাস করবে গুরুগৃহে এবং বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি করবে গুরুসেবা।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ରମ ହଲ ଗାର୍ହସ୍ଥ । ଏ—ସମୟେ ବିବାହେର ମାଧ୍ୟମେ ସଂସାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଧି ଆଛେ । ଏ—ସମୟେ ଅବଶ୍ୟାଇ ଆନ୍ତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହବେ ବାହ୍ୟବିଷୟେ, ବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ତିନି ଦିକେ ପ୍ରସାରିତ : ନିଜ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟମୁଖ୍ୟଙ୍କଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ସମାଜ ।

ତୃତୀୟ ଆଶ୍ରମ ହଲ ବାନପ୍ରସ୍ଥ । ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମେ ସଂସାରଜୀବନ ଥିକେ ଅବସର ନେବାର ଉପଦେଶ ଆଛେ । ଏ—ସମୟେ ସ୍ଵାମୀ—ଶ୍ରୀ ଉଭୟେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶ୍ରୀ ନା ଚାଇଲେଓ ସ୍ଵାମୀ ଏକା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେନ, ପରିହାର କରିବେନ ଗୃହଭ୍ୟତ୍ରରେ ଆରାୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରଯ ନେବେନ ଅରଣ୍ୟେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାକବେ ନିର୍ଜନେ ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ।

ଚତୁର୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହଲ ସନ୍ନୟାସ—ନିଃଶ୍ରେସ ଲାଭେର ଚରମ ପଥ । ଈଶ୍ୱରଲାଭେର ଜନ୍ୟ ସଂସାରକେ ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାଏ ତାଗ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତେ ମାନବଜୀବନେର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଲାଭ ଏବଂ ସନ୍ନୟସୀର ପଞ୍ଚେ ସର୍ବତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନେର ଉପାସନାଇ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଦୃଢ଼ଭାବେ ଏକଥା ବଲେଛେ ଯେ, ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିତେ ଈଶ୍ୱରକେଇ ବିଶ୍ୱଚରାଚରେ ଓତପ୍ରୋତ ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାଯ । ସବ ଜୀବ-ଜଗ-ଅଣୁ-ପରମାଣୁତେ ତାରଇ ପ୍ରକାଶ—ଉପନିଷଦେର ‘ସର୍ବ ଖର୍ବଦିଂ ବ୍ରଙ୍ଗ’—ଏହି ବାଣୀର ଅନୁରଣନ ଆମରା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖେ । ତାଇ ଏଯୁଗେ ତା'ର ବାଣୀ—‘ଶିବଭାନେ ଜୀବସେବା’—ସେବାଯୋଗ ଅର୍ଥାଏ ସର୍ବଭୂତେ ଈଶ୍ୱରେଇ ସେବା କରା ।

ହିନ୍ଦୁସମାଜେ ଶ୍ରେଣିବିନ୍ୟାସ ହେଯେଛେ ଧର୍ମୀୟ ପବିତ୍ରତାର ମାନଦଣେ, ସାମାଜିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରିକ କ୍ଷମତାର ନିରିଖେ ନୟ । ତାହାଡ଼ା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଆତ୍ମାର ଅବିନଶ୍ରତା ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ୟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଁଯାଯ ଏହି ସଂସାରେର ଅନାନ୍ଦିତକେବେ ସ୍ଵିକାର କରି ନେଯ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସେର ବଶବତ୍ତି ହେଁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ମାନୁଷ, ପଣ୍ଡ ନିର୍ବିଶେଷେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନଧାରାକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ମେନେ ନେଯ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଲ ସଂସାର ଏବଂ ମୋକ୍ଷ, ଏହି ଦୂରେରଇ ସ୍ଥିରତି ।

ବର୍ଣ୍ଣବସ୍ଥା ମୂଲତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି । ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଲନେର କଥା ବାରବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଯେଛେ । ରାଜ୍ୟଶାସନ ଓ ପ୍ରଜାପାଲନ ରାଜାର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଲେ ଉପଦିଷ୍ଟ ହେଯେଛେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମଧ୍ୟେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକର୍ମ ପାଲନେ ନିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ତିବର୍ଗେର ଜନ୍ୟ ନାନାବିଧ ବିଧିନିଯେଧେର ପ୍ରାଚୁୟ ଆଛେ । ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମଭେଦେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକର୍ମ—ସମୂହେର ଉପଦେଶ ଦେଓୟା ହେଯେଛେ ।

হিন্দুধর্মে গুণানুসারে মানবের চাতুর্বর্ণ স্থিরূপ আছে। মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ সন্তুপ্তান, কেউ কেউ রজঃপ্রধান আবার কেউ কেউ তমঃপ্রধান। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর জন্যই হিন্দুধর্ম বিভিন্ন যোগের উপদেশ করেছে মানুষের গুণ এবং সামর্থ্যের বিবেচনা করে। তবে সমস্ত যোগের মূল উদ্দেশ্যই হল বাহ্যিক অপূর্ণতাকে মুছে ফেলে আন্তর দেবত্বের বিকাশসাধন। যে—কোনও যোগের অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক শর্ত হচ্ছে যম ও নিয়ম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্ত্রে প্রভৃতি সৎ অভ্যাসসমূহের অনুশীলন।

সমাজসেবা এবং ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—বিশ্লেষণে হিন্দুসমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত। প্রথমটি হল ব্রাহ্মণ। অধ্যয়ন ও মননশীলতা হল এ—বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা সকলের কল্যাণ হতে পারে। সত্যদ্রষ্টাই ব্রাহ্মণ। দাশনিক, কলাবিদ, ধর্মীয় নেতা, আচার্য—এঁদের কর্ম হল ব্রাহ্মণোচিত যেহেতু এ—সমস্তই হল সন্তুপ্তান কর্ম।

দ্বিতীয় বর্ণ হল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম হল রাজ্যশাসন, দেশরক্ষা, প্রজাপালন ইত্যাদি। এগুলি রজঃপ্রধান কর্ম যেহেতু রঞ্জনের লক্ষণ উদ্যম ও কর্মশীলতা।

তৃতীয় বর্ণ হল বৈশ্য। এঁদের কর্ম হল কৃষি—বাণিজ্যাদি। সভ্য জীবনের ভিত্তি এঁরাই গড়ে তোলেন তার উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে।

চতুর্থ বর্ণ হল শূদ্র। শূদ্রের মূল কর্ম হল সেবামূলক, সকল বর্ণের সেবাকর্মেই এঁরা থাকবেন নিয়োজিত। একসময় শূদ্রের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য অধিক ছিল। এভাবেই হিন্দুধর্মে বণবিভাজন নীতিটিকে বুঝতে হবে।

জগত্যাপারে হিন্দুধর্মের দুরকম দৃষ্টিভঙ্গি। জ্ঞানের দিক থেকে জগৎ যিথ্যা কিন্তু ভক্তির দিক থেকে জগৎ সত্য, ঈশ্঵র জগদ্কারে পরিণত। জ্ঞানের দিক থেকে ঈশ্বরের জগৎকারণতা তটস্তলক্ষণ, কিন্তু ভক্তির দিক থেকে ঈশ্বর জগৎস্তো তাঁর অনিবচ্চন্ন শক্তির দ্বারা।

হিন্দুধর্মে অপর কোনও ধর্মই ব্রাত্য নয়। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে ঘটেছে জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, ইসলাম, শিখ ও খ্রিস্টধর্মের অবস্থান। এর দ্বারাই হিন্দুধর্মের মহত্তী বাণীর সত্যতাতুকু উপলব্ধ হয়। সেই সত্য এই যে, বিভিন্নতা সন্ত্রেণ সকল পথই শেষ পর্যন্ত একই

শ্রীরামচন্দ্র

অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র ঐতিহাসিক বাস্তি, না পৌরাণিক চরিত্র, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও, ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র যে একজন লোকোত্তর মহাপুরুষ ছিলেন সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই। প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র একজন আদর্শ পুরুষ, তাঁর মধ্যে আমরা একই সঙ্গে দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় পাই।

অযোধ্যার রাজা ছিলেন মহারাজ দশরথ। তাঁর তিনি রানি ছিলেন—কৌশল্যা, কৈকৈয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যাই হলেন রামচন্দ্রের জননী। বাংলা ভাষায় ‘রামায়ণ’-এর কবি কৃতিবাস রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্তপ্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তাঁর দৈহিক গঠন ও কাণ্ডি ছিল অনুপম, যে দেখে সেই তাঁকে ভালবাসে। খেলার সঙ্গী তিনি ভাই—কৈকৈয়ী-পুত্র ভরত আর সুমিত্রা-তনয় লক্ষ্মণ ও শক্রম। ওরই মধ্যে লক্ষ্মণ আবার রামচন্দ্রের নিত্যসহচর, সবচেয়ে প্রিয়। চার ভাই মিলে যেমন খেলাধূলা করেন, তেমনই করেন পড়াশোনা। তবে সবকিছুতেই বড়ভাই রাম ছিলেন সবার সেরা। মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত শান্ত্রাই একে একে অধ্যয়ন করেন।

একদিকে যেমন হয় বিদ্যাভ্যাস, অন্যদিকে তেমনই হয় ব্যায়াম আর অন্ত্রবিদ্যার অনুশীলন। রাজপুত্র হয়ে জন্মেছেন রামচন্দ্র। কাজেই, সব-কিছুতেই তাঁকে সুদক্ষ হয়ে উঠতে হবে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর শরীর ছিল পেশীবদ্ধ ও মজবুত। মল্লবিদ্যায় তাঁর সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না, আর ধনুর্বিদ্যায় তিনি তো ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাক্ষসদের উৎপাতে তপোবনে যখন মুনিশিদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটে, তখন তাঁরা একদিন মহারাজ দশরথের দরবারে হাজির হন। বলেন, উৎপাত কেবল রাম-লক্ষ্মণই বন্ধ করতে পারেন। তখন বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ চললেন সেই রাক্ষসদের শায়েস্তা করতে। যথাসময়ে রাম-লক্ষ্মণের ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। যেখানে যত রাক্ষস ছিল সব মারা পড়ল, তারা প্রাণের ভয়ে যে-যদিকে পারল ছুটে পালাল। সেই থেকে তপোবনে আর উৎপাত রইল না, আর মুনিশিদিও নির্বিল্লে জপতপ করতে লাগলেন।

ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ହୟେ ଉଠିଲେନ । ତା'ର ପାଣିତା ଓ ବୀରତ୍ଵର ଖ୍ୟାତି ଛଡିଯେ ପଡ଼ିଲ ଚତୁର୍ଦିକେ । ସଥାସମୟେ ମିଥିଲାର ରାଜୀ ଜନକେର କଳ୍ୟ ସୀତାର ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବିଯେ ହଲ । ଏହି ବିଯେ ଉପଲକ୍ଷେତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା'ର ଦୈହିକ ଶକ୍ତିର ଯେ ପରିଚୟ ଦେନ ତାତେ ଦେଶବିଦେଶେର ରାଜାମହାରାଜାରା କମ ବିଶ୍ଵିମିତ ଓ ଭିତ ହନନି । ରାଜୀ ଜନକ ଆଗେଇ ଘୋଷଣା କରେଛିଲେନ ଯେ, ତା'ର ପ୍ରାସାଦେ ମହାଦେବେର ଆଶୀର୍ବାଦପୂତ ଯେ ହରଥନୁ ଆଛେ ତାତେ ଯିନି ଜ୍ୟା ବା ଛିଲା ପରିଯେ ଦିତେ ପାରବେନ ତା'ର ସଙ୍ଗେଇ ତିନି ସୀତାର ବିଯେ ଦେବେନ । ଅନେକ ରାଜୀ, ଅନେକ ବୀର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରେଣେ ତା ପାରେନନି, ବ୍ୟର୍ଥମନୋରଥ ହୟେ ଲଜ୍ଜାଯ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ଦେଶେ ଫିରେ ଗିଯେଛେନ । ଅବଶେଷେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଥିନ ଦେଶବିଦେଶେର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ବୀରପୁରୁଷଦେର ସାମନେ ଅତି ସହଜ ଭଞ୍ଜିତେ ହରଥନୁ ହାତେ ତୁଲେ ନିଯେ ତାତେ ଛିଲା ପରିଯେ ଦିଲେନ ତଥିନ ଚତୁର୍ଦିକେ ‘ସାଧୁ ସାଧୁ’ ରବ ପଡ଼େ ଗେଲ । ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ଖୁଶି ହୟେ ସୀତାକେ ତା'ର ହାତେ ସଂପେ ଦିଲେନ । ସୀତାର ସଙ୍ଗେ ବିଯେ ହଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର, ଆର ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶକ୍ରମ୍ଭ ବିଯେ କରଲେନ ସଥାକ୍ରମେ ମାଣ୍ୱବୀ, ଉର୍ମିଲା ଓ ଶ୍ରୁତକୀତିକେ । ଉର୍ମିଲା ରାଜୀ ଜନକେର ଆର ଏକଟି କନ୍ୟା; ମାଣ୍ୱବୀ ଓ ଶ୍ରୁତକୀତି ରାଜୀ ଜନକେର ଭ୍ରାତା କୁଶଧବଜେର ଦୁଇ କନ୍ୟା । ଅଯୋଧ୍ୟପୁରୀତେ ଫିରେ ଏଲେନ ସବାଇ ଏବଂ ସାରା ରାଜପୁରୀ ତଥିନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତାସେ ଯେତେ ରାଇଲ କରେକ ଦିନ ।

ଏହିକେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ବୃଦ୍ଧ ହୟେ ପଡ଼େଛେନ, ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଛେଲେର ହାତେ ରାଜ୍ୟେର ଶାସନଭାବ ଦିଯେ ତିନି ବାନପଞ୍ଚେ ଯେତେ ଚାନ । ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଥିନ ଯୁବରାଜ ତଥିନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତିନିଇ ସିଂହାସନେର ଉତ୍ସରାଧିକାରୀ । ତାଇ ତିନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ରାଜ୍ୟଭିଷେକେର ଆୟୋଜନ କରଲେନ । ଖବର ଶୁଣେ ଅଯୋଧ୍ୟର ପ୍ରଜାରାଓ ଖୁବ ଖୁଶି ହଲ ।

କିନ୍ତୁ ସବକିଛୁ ଭଣ୍ଠୁଳ କରେ ଦିଲ ଏକ ଦାସୀ । ମହୁରା ତାର ନାମ । ମେଜରାନି କୈକେୟିର ପରିଚାରିକା ସେ । ସେ-ଇ କୈକେୟିର କାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଲ—‘ଏହି ବେଳା ରାଜାର କାହ ଥେକେ ତା'ର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମତୋ ଦୁଟୋ ବର ଚେଯେ ନାଓ, ନଇଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ମନ୍ତ୍ରାଗ କରବେ ।’ ଅତିତେ କୋନାଓ ଏକ ଯୁଦ୍ଧେ ରାଜୀ ଦଶରଥ ସାଂଘାତିକ ଆହତ ହଲେ ରାନି କୈକେୟି ତା'କେ ଅଳ୍ପାନ୍ତ ସେବାର ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର କରେ ତୋଲେନ । ସେ-ସମୟ ରାଜୀ ପ୍ରିତ ହୟେ ରାନିକେ ଦୁଟି ବର ଦିତେ ଚାନ । ତଥିନ ରାନି ବର ନା ନିଯେ ଭବିଷ୍ୟତେର ଜନ୍ୟ ରେଖେ ଦେନ । ଏଥିନ ମହୁରାର ପରାମର୍ଶମତୋ ତିନି

ସେଇ ଦୁଟି ବର ଚାଇଲେନ—ଏକ ବରେ ଭରତେର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଚୋନ୍ଦ ବହର ବନବାସ । ଏଇ ବରପାର୍ଥନାୟ ରାଜା ଦଶରଥ ମର୍ମାଣ୍ଡିକ ଆସାତ ପେଲେନ । କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘଟନା ବୀରୋଚିତ ଚିତ୍ରେ ସହଜଭାବେ ଥର୍ହଣ କରଲେନ । ପିତୃସତ୍ୟ ପାଲନେର ଜନ୍ୟ ଭରତେର ସିଂହାସନେ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା କରେ ନିଜେ ବନଗମନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଲେନ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସକଳକେ କାନ୍ଦିଯେ ବନବାସେ ରଙ୍ଗନା ହଲେନ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଗେଲେନ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ପୁତ୍ରଶୋକେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦେହତ୍ୟାଗ କରଲେନ । ଭରତ ସେ-ସମୟ ମାମାର ବାଡ଼ିତେ ଛିଲେନ । ତିନି ଯଥନ ଖବର ପେଲେନ, ତଥନ ଛୁଟେ ଏଲେନ ଅଯୋଧ୍ୟାୟ । ମାଯେର ଉପର ଅଭିମାନ କରଲେନ । ରାମକେ ତିନିଓ ଗଭିରଭାବେ ଭାଲବାସନେନ । ତିନି ବଡ଼ଭାଇକେ ସରିଯେ ଦିଯେ କଥନେ ରାଜା ହତେ ଚାନନ୍ଦି, ଏଥନେ ଚାନ ନା । କାଜେଇ, ରାମକେ ଫିରିଯେ ଆନବାର ଜନ୍ୟ ତିନିଓ ଚଲଲେନ ବନେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଫିରଲେନ ନା । କାରଣ, ତାର ପଞ୍ଚେ ଫେରା ଅସମ୍ଭବ । ପିତୃସତ୍ୟ ତାକେ ପାଲନ କରତେଇ ହବେ; ନହିଁଲେ ଅଧର୍ମ ହବେ ତାର । ଭରତ ତଥନ ନିରପାୟ ହୟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେ ପାଯେର ଖଡ଼ମଜୋଡ଼ା ମାଥାୟ କରେ ଅଯୋଧ୍ୟାୟ ଫିରେ ଏଲେନ ଏବଂ ସିଂହାସନେ ରାମେର ପ୍ରତୀକରଣପେ ତା ରେଖେ, ନିଜେ ତାର ନିଚେ ବସେ ରାଜ୍ୟଶାସନ କରତେ ଲାଗଲେନ ।

ବନବାସୀ ହୟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ମନେ କୋନେ କ୍ଷୋଭ ବା ଦୁଃଖ ନେଇ । ବରଂ ମନେର ମଧ୍ୟେ ତାର ଏହି ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି ଯେ, ତିନି ପ୍ରଲୋଭନ ଜୟ କରତେ ପେରେଛେ, ପିତା ଦଶରଥକେ ଅଧର୍ମେର ହାତ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେଛେ ।

ଏହିବେଳେ ଏକ ବନ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ବନେ ଘୁରେ ଘୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁଦିନ କାଟିଯେ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଘଟାଲେନ ଲକ୍ଷାର ରାଜା ରାବଣ । ତିନି ଛିଲେନ ଅହକାରୀ ଓ ଶକ୍ତିମନ୍ଦେ ମନ୍ତ୍ର । ରାବଣେର ଛଲକୌଶଲେ ଭରା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବୋନ ଛିଲ, ନାମ ଶୂର୍ପଗଢ଼ା । ବନେ ବନେ ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାତ । ଏକଦିନ ନୟନାଭିରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ସୁନ୍ଦର ଚେହାରାୟ ମୁଖ ହୟେ ତାକେ ବିଯେ କରତେ ଚାଇଲ ସେ । ରାମ ଦେଖିଯେ ଦିଲେନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣେର କାହେ ଗିଯେ ଶୂର୍ପଗଢ଼ା ଯଥନ ବିଯେର ପ୍ରସ୍ତାବ କରଲ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଥନ ରେଗେ ଗିଯେ ତାର ନାକ କେଟେ ଦିଲେନ । ବେଚାରି ତଥନ ଦାଦା ରାବଣେର କାହେ ଗିଯେ ନାଲିଶ ଜାନାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ବିନନ୍ଦେ । ରାଜା ରାବଣ ଶୁଣେ କ୍ରୂଦ୍ଧ ହଲେନ । ବୋନକେ ଶାନ୍ତ କରେ ବଲଲେନ ଯେ, ତିନି ଏର ଏକଟା ବିହିତ କରବେନାହିଁ ।

ଏକଦିନ ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ଅନୁପଥ୍ରିତେ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଗେର ଛୟବେଶେ ସୀତାର କାହେ ଡିକ୍ଷା ଚାଇତେ ଏସେ ତାକେ ହରଣ କରେ ରଥେ ତୁଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଯେ ଗେଲେନ ।

ସୀତାକେ ହାରିଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖ-ଶୋକେ ଭେଙେ ପଡ଼ିଲେଓ, ମନୋବଲ ହାରାଲେନ ନା । ତିନି ତଥନ ରାବଣେର କବଳ ଥେକେ ସୀତାକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଜନ୍ୟ ତୈରି ହତେ ଲାଗଲେନ । ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଏଲେନ ବାନର-ରାଜୀ ସୂତ୍ରୀବ, ଆର ଏଲେନ ଭକ୍ତ ହୁଯାନ । ତାରା ବିରାଟ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠିନ କରେ ସ୍ଥାସନୟେ ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଲକ୍ଷାର ଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହଲେନ । ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ବାଧିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

ସୀତାକେ ହରଣ କରେ ନିଯେ ଗେଲେଓ, ରାକ୍ଷସରାଜ ରାବଣ କିନ୍ତୁ ତାକେ କୋନ୍ତି ଅପମାନ କରେଲନି । ତାକେ ଆଟିକ କରେ ରେଖେଛିଲେନ ଅଶୋକବନେ । ଲକ୍ଷାର ଯୁଦ୍ଧେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବଣେର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକେ ବଧ କରତେଇ ରାବଣ ବିରାଟ ଏକଟା ଆଘାତ ପେଲେନ ମନେ । ତାରପର ସଥନ ଏକେ ଏକେ ବୀରଭାଇ କୁନ୍ତକର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧେ ନିହତ ହଲେନ, ତଥନ ଶୋକେ ମୁହ୍ୟମାନ ତିନି । ଅବଶ୍ୟେ ରାମେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ମୁଖ-ଯୁଦ୍ଧେ ନାମଲେନ ରାବଣ । କିନ୍ତୁ, ରାମେର ହାତେଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଲ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଆଦେଶେ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱାରା ନିଜେର ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଲେନ ସୀତା ।

ସୀତାକେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଥନ ବନେ ଫିରେ ଏଲେନ, ତଥନ ବନବାସେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଯାଦ ପେରିଯେ ଗେଛେ । ଏବାର—ଅଯୋଧ୍ୟାଯ ଫିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୀ ହଲେନ, ସୀତା ହଲେନ ରାନୀ, ଆର ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶକ୍ରମୁଁ ତାଦେର ସେବାଯ ନିଜେଦେର ଉଂସଗ୍ର କରଲେନ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ କେଉଁ ସୀତାକେ ନିଯେ ସମାଲୋଚନା କରଲ । ତାରା ରାଟିଯେ ବେଡ଼ାତେ ଲାଗଲ ଯେ, ସୀତା ଏତଦିନ ରାବଣେର ଘରେ ଛିଲେନ, ତାକେ ପ୍ରହଗ କରା ରାମେର ଉଚିତ ହୟନି । ରାଜା ଯଦି ନିଜେଇ ଅମନ ଅନାଚାର କରେନ, ତାହଲେ ପ୍ରଜାରା କି ଶିଖବେ ? ସାରା ଦେଶେ ଅନାଚାର ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିବେ । ପ୍ରଜାବନ୍ସଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥନ ସୀତାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ବନେ ପାଠିଯେ ଦିଲେନ । ଯଦିଓ ତିନି ମନେପ୍ରାଣେ ଜାନତେନ ଯେ ଅଗ୍ନିଶୁଦ୍ଧା ସୀତା ପବିତ୍ରତା-ସ୍ଵର୍ଗପିଣୀ, ତବୁ ପ୍ରଜାଦେର ମନୋରଞ୍ଜନେର ଖାତିରେଇ ତିନି ଅମନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାଜ କରଲେନ ।

ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିର ତପୋବନେ ସୀତାକେ ରେଖେ ଏଲେନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ସୀତା ତଥନ ମା ହତେ ଚଲେଛେନ । ବନେ ଗିଯେ ସୀତା ଟେର ପେଲେନ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାଦେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେଇ ତାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେଛେନ । ତାତେ ବିରାଟ ଏକଟା ଆଘାତ ଲାଗଲ

তাঁর মনে। কিন্তু পতিরূপা সীতা বিরূপ হলেন না রামচন্দ্রের প্রতি, বরং নিজের ভাগোর উপরে দুর্জয় একটা অভিমান হল তাঁর। শেষ পর্যন্ত বাল্মীকির আশ্রমেই যমজ সন্তানের মা হলেন তিনি। বাল্মীকি তাদের নাম দিলেন লব ও কৃশ।

রামচন্দ্র যখন অশুরেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন, তখন আমন্ত্রণ জানালেন মহামুনি বাল্মীকিকে। মুনির সঙ্গে লব-কৃশ এল অযোধ্যায় ও মুনির রচিত রামায়ণ গান গাইল। লব-কৃশের পরিচয় জানতে পেরে রামচন্দ্র সীতাকে আনার জন্য অনুরোধ করলেন মুনিবর বাল্মীকিকে। সীতা যখন রামচন্দ্রের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হলেন, তখন অযোধ্যাবাসীরা আনন্দ করলেও, রাজা রামচন্দ্র তাঁকে আবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে অনুরোধ জানালেন। কারণ, প্রজাদের মন থেকে সমস্ত সম্বেদ চিরতরে দূর হোক এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। সীতা কিন্তু সে-কথায় দারণ আঘাত পেলেন মনে, কারণ বারবার এইভাবে পরীক্ষা দেওয়া লাঞ্ছনারই শার্মিল। তিনি তাই ‘ধরণী দিখা হও’ বলে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। ধরিত্ব তাঁর ক্রস্তন শুনলেন। তাঁর দেহ মাটির নিচে তলিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর রামচন্দ্র আরও বহু বছর রাজস্ব করেন। তারপর লব-কৃশের হাতে অযোধ্যার ভার এবং ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রমুর ছেলেদের হাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ভার দিয়ে সরযু নদীতে আত্মবিসর্জন করেন। তাঁর সঙ্গে ভরত ও শক্রমুর দেহত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ এর আগেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেগুলি হল এই—তিনি ছিলেন বীর, যোদ্ধা ও আদর্শ রাজা। তিনি ছিলেন—পিতৃভক্ত, সত্যাশ্রয়ী ও প্রজাবৎসন্ত। রাজা হিসেবে রাজধর্মকেই তিনি সবার উপরে ঠাই দিয়েছিলেন। সেই রাজধর্মের প্রধান কথা হল—প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তথা সর্বপ্রকার কল্যাণসাধন এবং প্রজাদের ইচ্ছা-অনিষ্টকে মান ও গুরুত্ব দেওয়া, যাকে বর্তমানে আমরা বলি ‘গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা’। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন—কর্তব্যকঠোর। এই কর্তব্যকঠোরতার জন্য তিনি সীতাকে পবিত্র জেনেও পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে অযোধ্যার কোনও অভাব-অভিযোগ ছিল না। সারা দেশে

ତିନି ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଗିଯେଛିଲେନ । ରାମରାଜ୍ୟ ତାଇ ଆଦଶ ରାଜ୍ୟରେ ଚିରମୂରଣୀୟ ହୟେ ଆଛେ ।

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ବାଣୀ

ପିତାର ଆଦେଶ ପାଲନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ତିନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ।

ପିତାର ବିରାଗଭାଜନ ହୟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକାଳୋ ଜୀବନଧାରଣ କରତେ ଆମି ଇଚ୍ଛା କରି ନା ।

ଆମି ସ୍ଵାର୍ଥପର ହୟେ ପୃଥିବୀତେ ବାସ କରତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହିଁ ।

ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଶ୍ରୀର ଦ୍ଵାରାଇ ବଂଶେର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ।

ସତ୍ୟପାଲନାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ।

ଧର୍ମତ୍ୟାଗେ ଦୁଃଖ-ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟକ୍ତ୍ଵାବୀ ।

ଭାତ୍ରକେ କଲକିତ ଐଶ୍ୱର୍ୟେ କୋନାଓ ପରିତ୍ରପ୍ତି ନେଇ ।

ବଙ୍ଗୁ କିଂବା ସୁହାର୍ଦ୍ଦଗେର ବିନାଶ ଦ୍ଵାରା ଯେ ଦ୍ଵାୟ ଲକ୍ଷ ହୟ ତା ବିଷାକ୍ତ ଖାଦୋର ନ୍ୟାୟ ପରିହାୟ ।

ପକ ଶ୍ୟୋର ଯେଇନପ ପତନେର ଭୟ ନାହିଁ, ସେଇନପ ମନୁଷ୍ୟେରେ ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଭୟେ ପ୍ରତିକ୍ଷା କରା ଉଚିତ—କାରଣ ତା ଅବଧାରିତ ।

ଯେ ପ୍ରମୋଦରଜନୀ ଅତିତ ହୟେଛେ, ତା ଆର ଫିରେ ଆସେ ନା, ସେଇନପ ଆୟୁର ଯେ-ଅଂଶ ବ୍ୟାଯିତ ହୟେଛେ ତା ଆର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହବେ ନା ।

କ୍ଷତ ହତେ ଯେ ତ୍ରାଣ କରେ ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ।

ରୋଗ, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ୟ ।

ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନିତ ହୟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଯ ନା, ସେ ପୌରମଶ୍ନୂନ୍ୟ ।

শ্রীকৃষ্ণ

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গিকার অনুযায়ী হিন্দুদের বিশ্বাস পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভূত্তান হলে ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান স্বয়ং শরীর পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং অবতারন্তপে বিভিন্ন ভাবে লীলা করেন।

কংসের কারাগারে যাঁর জন্ম সেই চিরমধুর, চির-কিশোর শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের বুকে এক নতুন ভাবধারা—এক প্রীতির বন্যা বইয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বাল্যে ও কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাখেলা, তা ভজপ্রাণে আনন্দের প্রশ্রবণ উৎসারিত করে দিয়েছে। কংসের কারাগারে দেবকীর উদরে জন্ম নিয়ে মা যশোদার কোলে মানুষ হয় এই প্রেমের ঠাকুরটি যে প্রীতির উৎসমুখ খুলে দিয়েছেন—তা চিরকাল ধরে মহাভারতের বুক মহাপ্রেমে সিঞ্চ করে রেখেছে।

বাল্যে গোপ-বালকদের সঙ্গে ধেনু চরিয়ে কিশোর কৃষ্ণ মধুবনে মিতালির মালা গেঁথেছেন। ক্ষণে ক্ষণে কংসের আতঙ্কের কথা শুনে তিনি কৌতুক বোধ করেছেন। মাঝে মাঝে অত্যাচারের ইঙ্গনে উত্ত্বক্ত হয়ে তিনি অগ্নিশূলিঙ্গের মতো ঘলে উঠেছেন। পৃতনাবধ, শকট-ভঙ্গন, তৃণবর্তবধ প্রভৃতি তারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু যশোদা-মায়ের কাছে তিনি চিরশিশু। শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে উত্ত্বক্ত হয়ে যখন মা-যশোদা দস্যি ছেলেকে উদ্ধলে বেঁধে রেখেছেন—তখনই ছেলে মাকে বিশ্঵রূপ দর্শন করিয়ে জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবার প্রয়াস করেছেন।

তিনি মা-যশোদার ননী চুরি করে কৌতুক করেছেন, ন্ত্যের লীলা করেছেন নন্দালয়ে, আর ভাই বলরামের সঙ্গে গোঠে গিয়েছেন। সেখানে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি সখাদের সঙ্গে যে প্রীতির পসরা সাজিয়েছেন—সখ্যের সাধনায় বুঝি তার তুলনা নেই।

ভগবান শতরূপে ভক্তের কাছে ধরা দিয়ে থাকেন। কারও কাছে সন্তানরূপে, কারও কাছে সখারূপে, কারও কাছে বা প্রিয়রূপে তিনি লীলাখেলা করে থাকেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা ভারতের অধ্যাত্মক্ষেত্র, সাহিত্য তথা সমগ্র জীবন গভীর রসে যুগ যুগ ধরে সিঞ্চিত করেছে।

ଶିଶୁ ବୟସେই ତାର କାଳୀଯଦମନେର କାହିଁନି ସାରା ଗୋକୁଲେର ଆବାଲ-
ବୃଦ୍ଧବନିତାକେ ବିମ୍ବ୍ୟାବିଷ୍ଟ କରେଛିଲ । ଏହିଟୁକୁ ଶିଶୁ କି କରେ ବିରାଟ ହିଂସ
କାଳୀଯନାଗକେ ଦମନ କରେ ତାର ଫଗାର ଓପର ଉଠେ ନୃତ୍ୟ କରତେ ପାରିଲ !

ତେମନ୍ତି ଅଭାବନୀୟ କିଶୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋବର୍ଧନ ଧାରଣ । କଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଲେର
ଓପର ଗୋଟା ଗୋବର୍ଧନ ପାହାଡ଼ଟାକେ ଯେ ଧାରଣ କରତେ ପାରେ, ସେ କି ଶୁଦ୍ଧ
ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ?

କିନ୍ତୁ ସାରା ଗୋକୁଲେର ମେଳର ପୁତ୍ରଙ୍କ । ତାଇ ଗୋକୁଲେର ଲୋକେରା
ତାକେ ଚିରକିଶୋରରୂପେ କଲ୍ପନା କରତେ ଭାଲବାସେ । ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ସ୍ଵୟଂ
ଭଗବାନେର ଅବତାର, ଆଶେପାଶେର ଏକାନ୍ତ ଆପନଜନେରା ମେଳଥା ଭେବେ ତାକେ
ବ୍ୟବଧାନେର ବେଡ଼ାଯ ଦୂରେ ସରିଯେ ରାଖତେ ପାରେ ନା ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଂସବଧ—ସେ ଯେଣ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରେର ବିରଙ୍ଗନ୍ଦେ ନ୍ୟାୟ ଓ
ଧର୍ମର ଅଭିଯାନ । କଂସବଧେର ପର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାର ଅଧିପତି ହଲେନ । କେନନା—
ତାକେ ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ ଆର ଶିଷ୍ଟେର ପାଲନ କରେ ନ୍ୟାୟଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରତେ ହବେ ।

ଯୌବନେର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣି ଛେଡେ ସୁଦର୍ଶନଚକ୍ର ଧାରଣ କରଲେନ । ପାଥଜନ୍ୟ
ଶଙ୍କେ ଫୁଁକାର ଦିଯେ ତିନି ଭାରତବାସୀଙ୍କେ ଅଧର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରେର ବିରଙ୍ଗନ୍ଦେ
ଦାଁଡ଼ାତେ ଆହୁନ ଜାନାଲେନ । ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟବତ୍ତେ ଏକଟା ଆଶ୍ୱାସେର ବାଣୀ ଜେଗେ
ଉଠିଲ । ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ପଦଲିତ ମାନୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଛାଯା ଆଶ୍ୱଯଳାଭେର
ଜନ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଲ ହେଁ ଉଠିଲ । ଅତ୍ୟାଚାର ଆର ନିପିଡିନେର ପ୍ରତୀକ ଚେଦୀରାଜ
ଶିଶୁପାଲ ଓ ମଗଧରାଜ ଜରାସନ୍ଧେର ବିନାଶ-ସାଧନ କରଲେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ-ଗଗନେର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ପାଣୁବେର ସଖା । ପାଣୁବରା
ଏସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖ୍ୟ କାମନା କରେଛିଲେନ । ରାଜ୍ୟ ହାରିଯେ ବନେ-ବନାନ୍ତରେ
ଆଶ୍ୱଯଳାଭେର ଜନ୍ୟ ଯଥନ ପଥଗାଣୁବ ଅନାଥ ବାଲକଦେର ମତୋ ପରିଭ୍ରମଣ
କରିଛିଲେନ ତଥନେ ତାରା ଧର୍ମଭାଷ୍ଟ ହନନି । ତାଇତେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଦେର
ଚରଣେ ଆଶ୍ୱଯ ଦିଯେଛିଲେନ ।

କୁରଙ୍ଗେତ୍ରେ ଆବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛିଲେନ ଲୋକକ୍ଷୟକାରୀ ମହାକାଳ । ଅର୍ଜୁନକେ
ବିଶ୍ୱରପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାତେ ଗିଯେ ସେଇ ମହାକାଳରପ ତିନି ଜୀବନ୍ତ କରେ
ତୁଳେଛିଲେନ । ସେ କି ଭିଷଣ ଦୃଶ୍ୟ ! ଅର୍ଜୁନ ଚୋଥ ମେଲେ ତାକିଯେ ଦେଖିଲେନ,
ଭିଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଗ ପ୍ରଭୃତି ମେଳାନାୟକ ପତଙ୍ଗେର ମତୋ ଅଗ୍ନିତେ ଦ୍ରୁତବେଗେ ପ୍ରବେଶ
କରିଛେ । ଏହି ଭ୍ୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଅର୍ଜୁନ ଭିତ୍ତରେ ଜିଞ୍ଚାସା କରିଲେନ, ‘ଏହି
ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଆପନି କେ ବଲୁନ ?’ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନକେ ବଲିଲେନ, ‘ଆମି

লোকস্ফৰকারী মহাকাল। ওদের আমিই সংহার করছি। এই যুদ্ধে তুমি হবে আমার কাজের নিমিত্তমাত্র। তুমি যদি যুদ্ধ নাও করো তাহলেও এই প্রতিপক্ষ সৈন্যদল অগ্নিতে প্রবেশকারী পতঙ্গের মতোই বিনষ্ট হবে। এখন তুমি বুঝতে পারছ—তগবানে আস্থা স্থাপন করে নিজের কাজ করে যাওয়াই স্বধর্মপালন।'

কুরক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়স্থা অর্জুনের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই সময় তিনি অর্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা-ই মহাভারতের অন্তর্গত অমর প্রস্তুতি ‘গীতা’ নামে কীর্তিত হয়েছে।

অর্জুন যখন বুঝলেন—তিনি নিমিত্তমাত্র—সর্বধর্মসী মহাকালের হাতে কারণ নিষ্ঠার নেই—তখন তিনি কুরক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে স্বীকৃত হলেন।

একদিকে ধার্মিক ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা অপরদিকে মহাবলশালী পরাক্রান্ত আসুরিক শত্রুসমূহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকে। যুধিষ্ঠিরের রাজস্ময় যত্নকে সমর্থন করে শ্রীকৃষ্ণ ন্যায় ও ধর্মের অভিযানকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

দান্তিকতা ও পরম্পরাপ্রবণের প্রতীক মানী দুর্যোধনকে তিনি শান্তির পথে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মাশ্রয়ী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মাত্র পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। তখন কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও উপায় থাকল না।

এই যুদ্ধে সারা ভারত কোনও-না-কোনও পক্ষে অংশগ্রহণ করল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে সত্যাশ্রয়ী পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করলেন—কিন্তু ঘোষণা করলেন, নিজে এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না।

কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল প্রায় সকলেই বিনষ্ট হল। অবশিষ্ট ছিল যাদবগণ। এরা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও স্বজন।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই যাদবগোষ্ঠী এত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠল যে, ন্যায়ের অমোচ দণ্ড এদের মন্তকেও পড়তে উদ্যত হল। এদের ধর্মজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু মহাকাল সদাজাগ্রত প্রহরী। তাঁর হাতে

ତୁ ମିଳିବା
ଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଏଥିନ ଯାଇ
ବ ଜ୍ଞାନ
ଆର୍ଜୁନ
ଅମର
ଲର ହା
ତେ ସ୍ଥିତ
ଶ୍ଵରକ
ଟ୍ୟାନରେ
ମେ ଶାତ
ର ପ୍ରତ୍ଯେ
ଦୁରୋଧ
କୋନ
। କରନ
ଘୋଷ
ଈ ହଜ
ଠିଲ ମେ
ପଞ୍ଜାନ
ହାତେ

କାରଓ କ୍ଷମା ନେଇ । ତାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଯଦୁକୁଳ ଧର୍ମକାରବାର ଅଛିଲାୟ ଏଦେର ସକଳକେ ପ୍ରଭାସତୀର୍ଥେ ଯେତେ ଆଦେଶ କରଲେନ ।

ଯାଦବଗାନ ପ୍ରଭାସତୀର୍ଥେ ଏସେ ମଦ୍ୟପାନ କରେ ନାନାରୂପ ଉଂସବ କରତେ ଶୁରୁ କରେ ଦିଲ । ପରେ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେଇ କଲହ ଶୁରୁ ହଲ । ଶେଷେ ନିଜେରାଇ ନିଜେଦେର ଧର୍ମରେ କାରଣ ହଲ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେଇ ଏହି ସାଜ୍ୟାତିକ ଘଟନା ସଂଘଟିତ ହ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ତିନି ତାଦେର ନିବାରଣ କରେନନ୍ତି । ମହାକାଳ ଆଜ୍ୟାଯମ୍ବଜନ ମାନେ ନା, ସେ ଏମନି ନିର୍ମମ !

ମରଦେହରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାରତେର ବୁକେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଅନୁଧାବନ କରଲେନ, ଅଧିର୍ମର୍ବ ପରାଜ୍ୟ ଘଟେଇଁ, ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଁଯେଇଁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଁଯେଇଁ—ତାର ଆରକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଁଯେଇଁ । ଏଥିନ ଆର ତାର ବେଚେ ଥାକବାର କୋନେ ପ୍ରଯୋଜନ ନେଇ । ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଞ୍ଚିନାପୁରେର ସିଂହାସନେ ଉପବେଶନ କରେଛେନ । ତାର ପରିକଳ୍ପିତ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମ୍ୟକରଣେ ପରିଚାଳନା କରତେ ପାରବେନ ।

ଅବତାର ଯେମନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆବିର୍ଭୃତ ହନ—ତେମନେଇ ତାର ପ୍ରଯୋଜନ ଫୁରିଯେ ଗେଲେ ତିନି ଲୀଲା ସଂବରଣ କରେ ମରଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେନ । ପ୍ରଭାସତୀର୍ଥେ ଏକ ଗଭିର ଅରଣ୍ୟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ । ଏକ ବ୍ୟାଧ ମୃଗଭର୍ମେ ତାର ଚରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବାଣ ନିଷ୍କେପ କରଲ । ମେହି ଆସାତେଇ ତିନି ନରଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରଲେନ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ହେଁ—ଭଗବାନେର ଚରଣେ ସମସ୍ତ ଫଳ ସମପଣ କରେ ତୁ ଯି ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଯାଓ । ଏହି ବାଣୀଟିଇ ଯେନ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଁ ଉଠେଛିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମଯ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟିତେ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ

ସମସ୍ତ ଧର୍ମମତରେ ମାନୁଷକେ ଦୁଃଖର ହାତ ହତେ ରକ୍ଷା ପାଓଯାର ପଥ ବଲେ ଦେଇ । ମାନୁଷ ଜଞ୍ଚ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି—ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କିଛୁତେଇ ଅତିକ୍ରମ କରତେ ପାରେ ନା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ମାନୁଷ କି କରେ ଅମର ହତେ ପାରେ ସେକଥା ଜାନିଯେଛେନ । ଗୀତାତେ ଜଞ୍ଚ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ—

ବାସାଂସି ଜୀଗାନି ସଥା ବିହାଯ

ନବାନି ଗୃହ୍ନାତି ନରୋଽପରାଣି ।

তথা শরীরাণি বিহায় জীৰ্ণ-

ন্যন্যানি সংখ্যাতি নবানি দেহী ॥

(যেমন মানুষ জীৰ্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্ৰহণ করে, সেৱকপ আত্মা জীৰ্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নবীন দেহ গ্ৰহণ করে।)

মানুষেৰ যে বারবার এৱকম জন্মমৃত্যু হয়, এৱ থেকে রক্ষা পেতে হলে প্ৰতিটি মানুষেৰ অন্তৰে যে এক অচিন্তনীয় এবং অনিবৰ্চনীয় সত্তা রয়েছে তাকে জানা বা অনুভব কৰা প্ৰয়োজন। সেই বস্ত্র ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধি সবকিছুৰ পারে।

গীতার ভাষায়—

ইন্দ্ৰিয়াণি পৰাণ্যাঞ্চৰিন্দ্ৰিয়েভাঃ পৱং মনঃ।

মনসন্ত পৱাং বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পৱতন্ত সঃ ॥

(স্তুল দেহ অপেক্ষা ইন্দ্ৰিয়গণ শ্ৰেষ্ঠ। ইন্দ্ৰিয়গণ অপেক্ষা মন শ্ৰেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ, যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ, তিনিই আত্মা।)

ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধিৰও পারে যে আত্মা তাৰ সম্বন্ধে গীতা বলছেন—

ন জায়তে শ্ৰিযতে বা কদাচি—

ব্লাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূযঃ।

অজো নিতাঃ শাশ্঵তোহ্যং পুৱাগো

ন হন্যতে হন্যমানে শৱীৰে ॥

(এৰ জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ইনি পুনঃপুন উৎপন্ন বা বৰ্ধিত হন না; ইনি জন্মশূন্য, হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য, ক্ষয়বিহীন ও পৱিগামশূন্য; শৱীৰ বিনষ্ট হলেও ইনি বিনষ্ট হন না।)

এই আত্মজ্ঞান লাভ কৰতে হলে গীতায় চারটি পথেৰ কথা বলা হয়েছে। যথা—কৰ্মযোগ, স্তোনযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ।

কৰ্মযোগেৰ স্তুতি হল—

তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্যং কৰ্ম সমাচৰ।

অসক্তো হ্যাচৰন্ত কৰ্ম পৱমাপ্নোতি পুৱুষঃ ॥

(সেই হেতু সদা অনাসক্ত হয়ে কৰ্তব্যকৰ্ম অনুষ্ঠান কৰো। অনাসক্ত হয়ে কৰ্ম কৰলে পৱমপদ প্ৰাপ্ত হওয়া যায়।)

ଜ୍ଞାନଯୋଗେର ପ୍ରଶଂସା କରେ ବଲଲେନ—

ଯେ ହୃଦୟରମନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମବ୍ୟକ୍ତଂ ପ୍ରୁପାସତେ ।

ସର୍ବତ୍ରଗମଚିନ୍ତ୍ୟଃ କୃଟତ୍ସମଚଳଂ ଧ୍ରୁବମ୍ ॥

ସଂନିଯମ୍ୟେଦ୍ଵିଗ୍ରହାମଂ ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧଯଃ ।

ତେ ପ୍ରାପୁବନ୍ତି ମାମେବ ସର୍ବଭୂତହିତେ ରତାଃ ॥

(ଯାରା ସର୍ବତ୍ର ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବଭୂତେର ହିତାନୁଷ୍ଠାନ-ନିରତ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୟେ ଅକ୍ଷର, ଅନିର୍ଦେଶ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧିବିହୀନ, କୃଟସ୍ତ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୋର ଉପାସନା କରେନ, ତାରା ଆମାକେଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ।)

ଭକ୍ତିଯୋଗେର ଅନନ୍ୟତା ହଲ—

ଭକ୍ତ୍ୟା ହୃଦୟରୀ ଶକ୍ୟ ଅହମେବଥିଦୋହର୍ଜୁନ ।

ଜ୍ଞାତୁଂ ଦୃଷ୍ଟୁଂ ଚ ତତ୍ତ୍ଵେନ ପ୍ରବେଷ୍ଟୁଂ ଚ ପରତ୍ତପ ॥

(କେବଲମାତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ଆମାକେ ସ୍ଵରୂପତ ଜ୍ଞାନତେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍ କରତେ ଏବଂ ଆମାତେ ବିଲୟରପ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରତେ ଭକ୍ତଗଣ ସମର୍ଥ ହନ ।)

ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଶ୍ଵୁତ୍ତିର ଉପାୟ—

ସ୍ପର୍ଶାନ୍ କୃତ୍ୱା ବହିର୍ବାହାଙ୍କ୍ଷକୁଶେବାନ୍ତରେ ଭ୍ରମୋଃ ।

ପ୍ରାଗପାନୌ ସମୌ କୃତ୍ୱା ନାସାଭ୍ୟନ୍ତରଚାରିଣୌ ॥

ସତେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋବୁଦ୍ଧିମୁନିର୍ମୋକ୍ଷପରାୟଣଃ ।

ବିଗତେଛାଭ୍ୟକ୍ରୋଧୋ ଯଃ ସଦା ମୁକ୍ତ ଏବ ସଃ ॥

(ଯେ ମୋକ୍ଷପରାୟଣ ମୁନି ଘନ ହତେ ବାହାବିଷୟସକଳ ବହିଷ୍କୃତ, ନୟନଦୟ ଜ୍ଞୟଗଲେର ମଧ୍ୟେ ସଂସ୍ଥାପିତ, ନାସିକାର ଅଭାନ୍ତରଚାରୀ ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନବୃତ୍ତିକେ ସମଭାବପନ୍ନ କରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଶୀଭୂତ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ଦୂରପରାହତ କରେଛେ ତିନିଇ ଜୀବଶ୍ଵୁତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିତ ଥେକେଓ ମୁକ୍ତ ।)

ଗୀତାର ଧର୍ମ ସମସ୍ତୟବାଦେର ଧର୍ମ । ପୌରାଣିକ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମେର ସଂଘାତେର ଦିନେ ଗୀତା ସମସ୍ତୟବାନୀର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିବାଦଭଣ୍ଣନ କରେ ସକଳ ମତେର ସାମଙ୍ଗ୍ସ୍ୟ ବିଧାନ କରେଛେ । ଗୀତାର ଏଇ ଉଦାରତାର ଜନ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନୁଷ ଗୀତାର ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ।

আচার্য শঙ্কর

ভারতভূমিতে ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব এক মহাজ্যোতিস্ক্রে দিব্যাবতরণ-স্মরণ। যখন বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদ বা শূন্যবাদের বাহ্যাত্মপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের প্লাবনে সনাতন বৈদিকধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হতে বসেছিল, ঠিক সেই বিপ্লব-বিক্ষুল্ব সমাজে অধ্যাত্মগগনে সহস্রাংশুর ন্যায় উদিত হয়ে তিনি ভারতবাসীর মনে আত্মসন্ধিৎ ফিরিয়ে এনে, তাদের একান্ত নিজস্ব বৈদিক কৃষ্টিধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ও জগতের অধ্যাত্মমন্দিরেও এক অভিনব আলোকবর্তিকা ষ্টেলে দিয়ে গেছেন।

আচার্য শঙ্কর দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের কালাডি নামক গ্রামে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম বিশিষ্টাদেবী ও পিতার নাম শিবগুরু। তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন।

আচার্য শঙ্কর এক ঐশ্বীশ্বর্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম উল্লেখ থেকেই তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রতিভার বিকাশ ও তাঁকে কেন্দ্র করে বহু অলৌকিক ঘটনার উভব হতে থাকে। বালক শঙ্কর দুবছর বয়সেই বর্ণপরিচয় শেষ করে পুরাণাদি পাঠে আগ্রহী হন ও নিজ চেষ্টায় বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদের বহু শ্লোক কঠস্থ করে ফেলেন। তিনি বছর বয়সে তাঁর চূড়াকরণ হয় ও তৎপরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু মায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় শঙ্করের অধ্যয়ন রীতিমতো চলতে থাকে। তাঁর পাঁচ বছর বয়সে উপনয়ন হয়। সাত বছর বয়স পর্যন্ত গুরুগৃহে থেকে বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যে তিনি বৃহস্পতিতুল্য হয়ে ওঠেন। পরে গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুদিন ঐকান্তিক মাতৃসেবায় নিযুক্ত হন। মাধবাচার্যের বিখ্যাত ‘শঙ্কর-দিঘিজয়’ নামক পুস্তকে কথিত আছে যে, এই সময়ে একদিন তাঁর মাতা দূরবর্তী পূর্ণানন্দি থেকে জল আনতে গিয়ে পথিমধ্যে মৃচ্ছিতা হয়ে পড়েন। মাতার দুঃখে তিনি অভিভূত হন ও শিবের উপাসনা করেন। ফলে শিবের বরে পূর্ণানন্দির স্নোত পরিবর্তিত হয়ে তাঁর গৃহের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই অলৌকিক ঘটনায় কেরল দেশের তৎকালীন রাজা রাজশেখের স্বয়ং শঙ্করের গৃহে আসেন ও তাঁকে বহু রঞ্জলকার উপটোকন দিতে চান। কিন্তু শঙ্কর সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করেন।

ତିନି ସନ୍ନୟାସଗ୍ରହଣେର ସକଳ କରେନ ଓ ମାତାର ଅନୁମତି ଚାନ । କିନ୍ତୁ ମାତା କିଛୁଠେଇ ଅନୁମତି ଦିତେ ଚାନ ନା । ସେଇ ସମୟେ ଏକ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ଘଟେ । ବାଲକ ଶକ୍ରର ଏକଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ଦିତେ ଜ୍ଞାନ କରଛେନ, ଏମନ ସମୟେ ଏକ ଭିଷଣକାଯ କୁମୀର ବାଲକକେ ଧରେ ଟେନେ ନିଯେ ଯେତେ ଥାକେ । ମାତା ଐ କରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ କାତରମ୍ବରେ ଟିଙ୍କାର କରତେ ଥାକେନ । ତଥନ ଶକ୍ର ମାତାକେ ବଲେନ, ‘ମା, ତୁ ମି ଯଦି ଆମାକେ ସନ୍ନୟାସ ନେବାର ଅନୁମତି ଦାଓ ତାହଲେ ଏହି କୁମୀର ଏଥନେଇ ଆମାକେ ଛେଡ଼େ ଦେବେ ।’ ଅଗତ୍ୟ ମାତା ପୁତ୍ରେର ଜୀବନରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ସନ୍ନୟାସ-ଗ୍ରହଣେର ଅନୁମତି ଦେନ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ କୁମୀର ଶକ୍ରକେ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ନଦୀଗର୍ଭେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଁ ଯାଯ ।

ମାୟେର ଅନୁମତି ପେଯେ ତିନି ଆଟ ବଚର ବୟସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରେନ ଓ ପଦାର୍ଥଜେ ନର୍ମଦା ନଦୀତିରେ ଅବୈତବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦପାଦେର କାହେ ଆସେନ ଓ ବଲେନ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆମାକେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ସନ୍ନୟାସ ଦିଯେ ଚରିତାର୍ଥ କରନ ।’ ତଥନ ଗୋବିନ୍ଦପାଦ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେନ, ‘ତୁ ମି କେ ?’ ତାର ଉତ୍ତରେ ଶକ୍ର ଯା ବଲେଛିଲେନ ତା ଜଗତେର ଇତିହାସେ ଚିର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହେଁ ଥାକବେ । ଶକ୍ର ଉତ୍ତର ଦେନ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆମି ପାର୍ଥିବ କିଛୁ ନଇ, ଆମି ଜଳ ନଇ, ଆକାଶ ନଇ, ତେଜ ନଇ, ବାୟୁ ନଇ, କୋନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଇ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମହିଂସିତ ଦେହ ନଇ । ଆମି ଏସବେର ଅତିତ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଶିବସ୍ଵରପ ପରମାତ୍ମାର ଏକଟି ଅଂଶ ।’ ଆମି ଗୋବିନ୍ଦପାଦ ଶକ୍ରରେ ଉତ୍ତର ମୁଢ଼ ହେଁ ତାଙ୍କେ ଅବୈତତତ୍ତ୍ଵ-ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ନୟାସ ଦେନ । ସନ୍ନୟାସଗ୍ରହଣେର ପର ଶକ୍ର ଗୁରୁଗୁରୁହେଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରାନ୍ତ କରେନ ।

ଗୁରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତିନି ପ୍ରଥମେ କାଶୀଧାମେ ଆସେନ ଓ ସେଥାନେ ପଣ୍ଡିତଗଣେର ସଙ୍ଗେ ଅବୈତତତ୍ତ୍ଵ ସମସ୍ତକେ ଆଲୋଚନା କରେନ । ଶକ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭାଯ ମୁଢ଼ ହେଁ ଏଥାନେ ଅନେକେଇ ତାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

କିଛୁକାଳ ପରେ ଶକ୍ର ଉତ୍ତରାପଥେ ଯାତ୍ରା କରେ ବହୁ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରତେ କରତେ ଅବଶେଷେ ହିମାଲୟ ପର୍ବତେ ବ୍ୟାସେର ସ୍ମୃତିମଣ୍ଡିତ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବଦରିକାଶମେ ଉପଗ୍ନିତ ହନ । ହିମାଲୟର ସେଇ ନିର୍ଜନ ଓ ସ୍ଵଗୀୟ ପାରିବେଶେ ବସେଇ ତିନି ତାର ଇତିହାସପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରଭାଷ୍ୟ, ଉପନିଷଦଭାଷ୍ୟ, ଗୀତାଭାଷ୍ୟ, ସର୍ବବୈଦ୍ୟାନ୍ତସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟୁଜାତୀୟଭାଷ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ଦେ ବହୁ ସ୍ଵବନ୍ଦୋତ୍ତମାନି ରଚନା କରେନ ।

শক্র আনুমানিক সতেরো বছর বয়সে দিষ্টিজয়ে বের হন। জীবনের অবশিষ্ট প্রায় পনেরো বৎসরকাল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তৎকালীন সমস্ত খ্যাতনামা পণ্ডিতকে তর্ক্যুদ্ধে পরান্ত ও তাঁদের শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত করেন এবং তৎকালীন বিকৃত বৌদ্ধবাদকে খণ্ডন করে সনাতন সত্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

শক্র দিষ্টিজয়ে বার হয়ে প্রথমে প্রয়াগে যান ও সেখানে পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল ভট্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভট্টপাদ তখন গুরুদ্বোহের অপরাধে তুষানলে দেহত্যাগের উদ্যোগ করছিলেন। তিনি শক্রকে অনুরোধ করেন, তৎকালীন মাহিসূতী নগরের দুর্ধর্ষ কর্মকাণ্ডী পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রকে তর্ক্যুদ্ধে পরাজিত করতে। শক্র তৎক্ষণাত স্বীকৃত হন, কিন্তু প্রয়াগ থেকে সেখানকার দূরত্বের কথা চিন্তা করে তিনি যোগবলে আকাশমার্গে মাহিসূতী নগরে মণ্ডন মিশ্রের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হন।

মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী শাস্ত্রজ্ঞানে সরস্বতী সমতুল্য ছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় মণ্ডন ও শক্রের মধ্যে কয়েকদিনব্যাপী ঘোরতর শাস্ত্রযুদ্ধ হয় ও অবশেষে মণ্ডন পরাজিত হন। স্বামী পরাজিত হলে উভয়ভারতী শক্রকে বলেন—স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই না পরাজিত করতে পারলে সম্পূর্ণ পরাজয় হয় না। শক্র উভয়ভারতীর সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে সম্মত হলেন। কিন্তু উভয়ভারতী শক্রকে গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন। শক্র উত্তরদানের জন্য কয়েকদিনের সময় নেন। তিনি আকাশমার্গে যোগবলে ওঠেন ও দেখেন দূরে অমরক রাজার মৃতদেহ বাহিত হচ্ছে। শক্র সেই মৃতদেহে প্রবেশ করেন। রাজা পুনর্জীবিত হয়ে ওঠেন। তখন শক্র সেই রাজদেহে কিছুদিন অবস্থান করে তাঁর অঙ্গাত শাস্ত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি শিখে নেন। পরে রাজাকে পুনরায় মৃত অবস্থায় রেখে শক্র তাঁর নিজ দেহে প্রবেশ করেন ও উভয়ভারতীকেও তর্ক্যুদ্ধে পরান্ত করেন। পরে মণ্ডন মিশ্র শক্রের শিষ্যস্ত্র গ্রহণ করেন ও তাঁর নাম হয় সুরেশ্বরাচার্য।

এই সময়ে ধ্যানে শক্র জানতে পারেন যে, তাঁর মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। তিনি তৎক্ষণাত যোগবলে তাঁর জন্মস্থান কেরলে উপস্থিত হন ও মাতার যথাসাধ্য সেবাশুশ্রায় করেন। মৃতুকালে মাতাকে তাঁর ইষ্টমূর্তি দর্শন করান। শক্রের গৌরবে ঈর্ষাবশত গ্রামবাসীরা তাঁর মাতার সৎকারে সাহায্য

କରତେ ଆସେନ ନା । ଅଗତ୍ୟା ଶକ୍ତର ଏକାଈ ମାତାର ଶବଦେହ ବହନ ଓ ଦାହ କରେନ ।

ମାତାର ପାରଲୌକିକ ତ୍ରିଯାଦି ନିଷ୍ପନ୍ନ କରେ ଶକ୍ତର ପୁନରାୟ ପଦ୍ମପାଦ, ହୃଦୟମଳକ, ତୋଟକାଚାର୍ୟ, ସୁରେଶ୍ଵରାଚାର୍ୟ, ସମ୍ବିଂପାଣି, ଚିଦ୍ରିଲାସ, ଜ୍ଞାନକଳ୍ପ, ବିଷୁଙ୍ଗସ୍ତୁତି, ଶୁଦ୍ଧକିର୍ତ୍ତି, ଭାନୁମରୀଚି, ବୁଦ୍ଧବିରିଷିଂହ ଓ ଆନନ୍ଦଗିରି ପ୍ରଭୃତି ତାଁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟଗଣକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଭାରତେର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଭ୍ରମଣ ଓ ତର୍କୟୁଦ୍ଧେ ବାର ହନ । ଏଇ ସର୍ବଶେଷ ଭ୍ରମଣକାଳେ ତିନି ବହୁ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, କାପାଲିକ, ଚାର୍ବାକ, କଣାଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ମତାବଳୀଦୀରେ ଏବଂ କ୍ରକ୍ର, ସୌଗତ, କ୍ଷପଣକ, ନୀଲକଟ୍ଟ, ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ଉତ୍ତରଭୈରବ, ବାଣ, ମୟୂର, ଦୟୀ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ଅଭିନବଶୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ଶ୍ରୀର୍ଷାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିଗଣକେ ପରାନ୍ତ ଓ ତାଁଦେର ଅନେକକେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ କରେନ । ଏହାଭା ତାଁର ପଦ୍ୟାତ୍ମାକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶେର ରାଜା ଓ ଅର୍ଥଶାଲୀ ଲୋକଦେର ସ୍ୱୟଂ ଅନୁରୋଧ ଜାନିଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନେ ପାନ୍ତ୍ରଶାଳା, ବିଦ୍ୟାଲୟ, ହାସପାତାଳ, ଅଳସତ୍ର ଓ ପଥିପାର୍ଶ୍ଵ ଯାନବାହୀ ପଶୁଦେର ପାନୀୟ ଜଳାଧାର ସ୍ଥାପନ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ ।

ଶକ୍ତର କାଶ୍ମୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରଦାମଠେ କିଛୁକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ ଓ ତକ୍ଷଶିଳାର ଅସାଧାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଗଣକେ ଶାନ୍ତ୍ୟୁଦ୍ଧେ ପରାନ୍ତ କରେନ । କାଶ୍ମୀର ଥିକେ ବୈରିଯେ ତିନି ହିମାଲ୍ୟର କେଦାରନାଥେ ଆସେନ । ଏହି କେଦାରନାଥେଇ ତିନି ବାତିଶ ବଂସର ବୟସେ ଈହଥାମ ତ୍ୟାଗ କରେନ ।

ଶକ୍ତର ଦିଷ୍ଟିଜିଯକାଳେ ଭାରତେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନେ ଚାରଟି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରେନ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀତୀରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀମଠ, ଦ୍ଵାରକାୟ ସମୁଦ୍ରତୀରେ ସାରଦାପୀଠ, ପୂରୀତେ ସମୁଦ୍ରକୂଳେ ଗୋବର୍ଧନମଠ ଓ ବଦରୀନାଥେ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀତୀରେ ଯୋଶୀ ବା ଜ୍ୟୋତିମଠ ସ୍ଥାପନ କରେନ । ଶକ୍ତରଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମଠନିୟମ୍ବନ୍ଦ୍ରଣବିଧି ରଚନା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିଭେଦେ ଦଶନାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ କରେନ । ତୀର୍ଥ, ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ଗିରି, ପୂରୀ, ଭାରତୀ, ପରତ, ସାଗର, ସରମ୍ବତି ଓ ଆଶ୍ରମ—ଏହିଶ୍ରୀ ହଲ ଦଶନାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ପଦବୀ ।

ଶକ୍ତର-ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦାଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଅବୈତବାଦ ନାମେ ଖ୍ୟାତ । ଏର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମତ୍ତଗବଦଗୀତା ଓ ବେଦାନ୍ତସୂତ୍ର । ବେଦେର ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡକେଇ ବେଦାନ୍ତ ବଲା ହୟ । ଚତୁର୍ବେଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵମ୍ବସି, ଅହଂ ବ୍ରଙ୍ଗାସ୍ମି, ପ୍ରଜାନଂ ବ୍ରଙ୍ଗ

ও অয়মাত্মা ব্রহ্ম—এই চার মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মের ঐকাত্তিক অভেদদর্শনতত্ত্বের অভিনব দার্শনিক রূপায়ণই শক্তি-প্রচারিত অবৈত্তিবাদ। শক্তির বলেন—একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য ও অন্য সব অনিত্য ও মিথ্যা। এই নিত্যানিত্য ও সত্যাসত্য ভেদজ্ঞানের অনুভূতিই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগতের মিথ্যাত্ম দূর হয়ে সর্বভূতে এক অখণ্ড সত্ত্বা, অখণ্ড চৈতন্য ও অখণ্ড আনন্দস্বত্ত্বাবের দিব্যানুভূতির স্ফুরণ হয়। আর এই অখণ্ড অবৈত্তিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হলে ভেদের মিথ্যাত্ম প্রতিপাদন করণীয়। শক্তির বলেছেন, তত্ত্ব বা বস্তুর সিদ্ধি জ্ঞানের দ্বারাই সাধিত হয়। আত্মোপনিষদ্বির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্পত্তি কর্মের দ্বারা চিন্তিশুন্দির আসে। চিন্তিশুন্দির পরই পরমজ্ঞান স্ফুরণ হয়। তখনই সুতীরভাবে মানুষ অনুভব করতে পারে ‘চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহমঃ’।

তগবান শক্তিরের অলৌকিক দিব্যজীবনের অসাধারণ মূল্যায়ন রয়েছে ভগিনী নিবেদিতার লেখনীতে—‘পাঞ্চাত্যের লোকেরা শক্তিরাচারের মতো ব্যক্তিত্বকে কল্পনাতেও আনতে পারবে না...আমরা বিস্ময় ও আনন্দের সাথে চিন্তা করতে পারি আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসের ভক্তি, অ্যাবলার্ডের বুদ্ধিমত্তা, মার্টিন লুথারের পৌরুষ ও স্বাধীনচিন্তিতা এবং ইগনেশিয়াস লয়লার রাজনৈতিক কর্মদর্শিতা। কিন্তু কে কল্পনা করতে পারে এই সব গুণই (শক্তিরাচারের মতো) একজনের মধ্যে সমষ্টি হয়েছিল !’

শক্তিরাচারের গতিশীল জীবন এবং কার্যাবলী সর্বদা গঠনমূলক ছিল। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বজ্ঞনীন কারণ সেগুলি অবৈত্ত দর্শনের সাহায্যে মানবসমাজে আশা এবং নিভীকৃতার বার্তা বহন করে আনে।

সাধারণ ভুল ধারণার বিপরীতে এটা বলা যায় যে, মানব-জীবনাদর্শের কল্পনায় শক্তির কর্ম, ভক্তি, যোগ এবং আচার-অনুষ্ঠান সবকটিকেই যথোপযুক্ত গুরুত্ব এবং স্থান দিয়েছেন। সাধারণ ধারণা যে, শক্তিরের দর্শন একপেশে এবং কেবল সন্ন্যাসীদেরই উপযুক্ত। বাস্তবিকপক্ষে এই দর্শন তার বিপরীত। তাঁর দর্শন একাধারে সমষ্পয়ী, ব্যাপক এবং উপলব্ধ। ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজে যত্থানি ভক্তি, জ্ঞানী বা যোগী, তত্ত্বানিই অঞ্চল কর্ম। তিনটি কারণে শক্তির কোনও সংকীর্ণ মতাবলম্বী দার্শনিক বা ধর্মবক্তা

ଛିଲେନ ନା । ପ୍ରଥମତ, ତିନି ଶାସ୍ତ୍ରେର ବିକଳ୍ପ ଭାଷ୍ୟ ଦିଯେଛିଲେନ । ଦ୍ୱିତୀୟତ, ତିନି ବୈଦିକ ଜୀବନାଦର୍ଶକେ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ଅର୍ଥାଏ ବସ୍ତ୍ରତାସ୍ତ୍ରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ('ଅଭ୍ୟୁଦୟ') ଓ ('ନିଃଶ୍ଵେଷସ') ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେର କଥା ବଲେଛିଲେନ । ତୃତୀୟତ, ଯଦିଓ ତିନି ଜୀବାତ୍ମା ଓ ବ୍ରନ୍ଦୋର ଏକସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଜନ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯାଗର୍ଭକେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଯେଛେନ ତଥାପି ତିନି ଈଶ୍ୱର ଲାଭେର (ବ୍ରନ୍ଦୋର ସଂଗସ୍ଵରୂପ) ଜନ୍ୟ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଶ୍ଵିକାର କରେଛେନ କାରଣ ଈଶ୍ୱରକୃପାୟ ଚରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସମ୍ଭବପର । ଅନ୍ୟ କଥାଯ, କଠୋର ଅଦୈତବାଦୀ ହ୍ୟୋତ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି-ଈଶ୍ୱରକେ ଅସ୍ମିକାର କରେନନି । ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାର ଉଦ୍ଦେଶେ ତାଁର ରଚିତ ଅପୂର୍ବ ସ୍ତୋତ୍ରଗୁଲି ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରେ ।

ସବଶେଷେ ଶକ୍ତର ଏକାଧାରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶ୍ଵାସିକରଣେର ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରତେ ଚେଯେଛିଲେନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସଦର୍ଥକ ଦିକଗୁଲି ଯତଖାନି ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ସାଥେ ମେଲେ ତତଖାନି ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ତିନଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ମା ତିନି ଅବଲମ୍ବନ କରେଛିଲେନ, ଯଥା—ସାଧକଦେର ସାଧନଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ (ଶାସ୍ତ୍ର), ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧତା ଏବଂ ନିଜସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି । ଏହି ତିନଟିର ମାଧ୍ୟମେ ତିନି ଇତିହାସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବେଦାନ୍ତକେ ଦୃଢ଼ଭିତ୍ତିର ଉପର ଥାଗନ କରେନ ଏବଂ ତାକେ ବିଶ୍ୱଜନୀନଭାବେ ଅନୁସରଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ହିସେବେ ମାନବସମାଜେ ଉପର୍ଦ୍ଧାପିତ କରେନ ।

ଶକ୍ତରାଚାର୍ଯେର ବାଣୀ

ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତବଶ୍ଲୋତ୍ରାଦିର ମାଧ୍ୟମେ ଆଚାର୍ୟ ଶକ୍ତର ଅଦୈତତ୍ୱମୂଳକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟୋଦୀପକ ବଞ୍ଚ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଛନ୍ଦୋବନ୍ଦ କରେ ଗିଯେଛେନ ।

ଶକ୍ତର ତାଁର ପ୍ରମିନ୍ଦ 'ସର୍ବବେଦାନ୍ତସିଦ୍ଧାନ୍ତ' ଥିଲେ ବଲେଛେନ, 'ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାଇ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବ ଅନିତ୍ୟ ଜାନବେ । ଏହି ବିଚାରେର ନାମ ନିତ୍ୟାନିତବସ୍ତ୍ରବୈବେକ । ବ୍ରନ୍ଦାର୍ଥ, ଅହିଂସା, ଜୀବେ ଦୟା, ସରଲତା, ବିଷୟବୈରାଗ୍ୟ, ଶୌଚ ଓ ଅଭିମାନବର୍ଜନଇ ଚିତ୍ତପ୍ରସାଦେର କାରଣ । ପୂର୍ବଜୟାର୍ଜିତ ପାପେର ଜନ୍ୟ ଯେସବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆଧିଦୈବିକ ଦୁଃଖ ପାଓଯା ଯାଯ ସେଗୁଲି ସୀରଭାବେ ସହ କରତେ ହ୍ୟ । ଏହି ସହ କରାକେଇ ତିତିକ୍ଷା ବଲେ ।'

ମାତୃ-ମୂରଗମ୍ଲକ 'ଦେବ୍ୟପରାଧକ୍ଷମାପନଶ୍ତୋତ୍ରମ'-ଏ ବଲେଛେନ, ମା ଗୋ, ଆମି ମନ୍ତ୍ର ଜାନି ନା, ତନ୍ତ୍ର ଜାନି ନା, ଶ୍ରୁତି ଜାନି ନା । ଅଜ୍ଞାନଜନିତ, ଅର୍ଥେର

অভাবজনিত ও আলস্যজনিত তোমার চরণে অনেক ঝটি করে ফেলেছি। মা, আমার তুল্য পাতকী আর নেই, আবার তোমার মতো পাপনাশিনীও আর কেউ নেই। এমতস্ত্বলে, হে জননি, তুমি ছাড়া আর কার শরণাপন্ন হব?

শঙ্কর তাঁর প্রসিদ্ধ দাশনিক রচনা ‘মোহমুদার’-এ বলেছেন, হে মৃচ, ধনাগমের লোভ ত্যাগ করো। হে স্বল্পবুদ্ধে, বিষয়ের প্রতি বিত্তৰ্ণ আনো। স্বকীয় কর্মের দ্বারা উপার্জিত ধনে চিন্তকে সন্তুষ্ট রাখো। শক্র, যিত্র, পুত্র, বন্ধু, বিশ্বহ, সঙ্গি—সকল কিছুতেই সময়ত্বশীল হও। তোমাতে আমাতে ও অন্য সকল বস্তুতেই সেই এক বিষু বর্তমান। অতএব সর্ববস্তুতে নিজেকে দর্শন করো ও সর্বত্র ভেদজ্ঞান বর্জন করো। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ ত্যাগ করে ‘আমি কে’ এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে করতে আয়োপনিকি করো। গঙ্গাসঙ্গেই গমন করো, ব্রত পালন করো অথবা প্রচুর দান-ধ্যান করো, আত্মজ্ঞান ব্যাতিরেকে শত জগ্নেও মুক্তি আনা যায় না।

‘মণিরত্নমালা’য় শিষ্যের প্রশ্ন ও গুরুর উত্তরপ্রদান ছলে বলেছেন— আমার শরণ কি? ঈশ্বরের পাদপদ্মরূপ প্রশংস্ত নৌকা। গুরু কে? হিতোপদেষ্ঠা। তীর্থ কে? নিজ শুন্দ মন। মূর্খ কে? বিবেকহীন। ধন্য কে? যিনি পরোপকারী। দিব্য ব্রত কি? সকলের নিকট বিনয়ভাব। অনন্ত দুঃখকর কি? নিজ মৃত্যু। কে কে উপাস্য? গুরু, দেবতা ও বয়োবৃদ্ধগণ। মাতার ন্যায় সুখদা কে? সুবিদ্যা। কর্ম কি? যাহা ঈশ্বরের প্রীতিকর। সত্য কি? সর্বদা জীবগণের হিতসাধন।

আচার্য রামানুজ

প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে মহাত্মা যামুনাচার্য ছিলেন দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব সমাজের গুরুস্থানীয়। সেই সময় মাদ্রাজের আদুরে শ্রীপেরেমবুদুর নামক গ্রামে কেশবাচার্য নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। যামুনাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে দুই ভগিনীর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। জ্যেষ্ঠা কান্তিমতীর সঙ্গে ধার্মিকাগ্রগণ্য কেশবাচার্যের বিবাহ হয়। বহুদিন তাঁদের কোনও সন্তান না হওয়ায় কেশবাচার্য পুত্রকামনায় একটি যজ্ঞ করেন। এর এক বৎসর পরে ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীরামানুজাচার্যের জন্ম হয়। বাল্যকাল হতেই রামানুজ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং ধার্মিকের সঙ্গ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

রামানুজ যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাঁর পিতা এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই কেশবাচার্য পরলোক গমন করেন। রামানুজ ও তাঁর মাতা শোকাহত হয়ে শ্রীপেরেমবুদুর হতে কাঞ্চিপুরে বাস উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। শোকাবেগ শান্ত হলে রামানুজ কাঞ্চিপুরের বিখ্যাত অব্দেতবাদী আচার্য যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামানুজ অত্যন্ত ন্যশ ও গুরুভক্ত হলেও যাদবপ্রকাশের বিসদৃশ শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে সময়ে সময়ে মৃদুভাবে তার প্রতিবাদ করতেন এবং সুন্দরভাবে ভঙ্গিমূলক ব্যাখ্যা করতেন। এতে যাদবপ্রকাশ নিজের প্রতিপত্তিহানির আশঙ্কায় এত ঈর্ষাষ্ঠিত হলেন যে, অন্যান্য শিষ্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করে রামানুজকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে সকল শিষ্যকে নিয়ে তীর্থদর্শনের অছিলায় উত্তরাভিযুক্ত বের হয়ে পড়লেন। রামানুজের মাসতুতো ভাই গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের শিষ্য ছিলেন। তিনি একটি বনপথে গিয়ে গোপনে রামানুজকে যাদবপ্রকাশের উদ্দেশ্য জানিয়ে সরে গেলেন। নির্জনে এই দুঃসংবাদে রামানুজ প্রথমটায় কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হলেও সুস্থির তাঁকে দেখবেন, এই চিন্তা করে অগ্রসর হতে লাগলেন। গহন বনে শীঘ্ৰই তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। এই সময়ে এক ব্যাধদম্পতি তাঁকে সাহায্য করতে আসলেন এবং তাঁকে এক নিরাপদ স্থানে এনে তাঁর নিকটেই রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একটি কৃপের নিকট এসে হঠাৎ তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রামানুজ অদুরে মন্দিরচূড়া দেখে অগ্রসর হয়ে

বুঝতে পারলেন তিনি কাঞ্চিপুরে ফিরে এসেছেন এবং ব্যাধরূপে
লক্ষ্মীনারায়ণই তাঁর প্রাণরক্ষা করেছেন।

যাদবপ্রকাশ কাঞ্চিপুরে ফিরে এসে রামানুজকে দেখে অত্যন্ত ভিত
হলেন। কিন্তু রামানুজ যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ তাব দেখিয়ে পূর্বের
ন্যায় তাঁর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তাঁর বিনয়-ন্তরতা দর্শনে
যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। এই সময় একদিন মহাআয়া যামুনাচার্য দূর
হতে রামানুজের সাম্প্রতিক প্রভা দেখে মুঝ হলেন। এর কিছুকাল পরে পুনরায়
শাস্ত্রব্যাখ্যায় রামানুজের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় যাদবপ্রকাশ তাঁকে তাঁর নিকট
আসতে নিষেধ করলেন।

পরদিন ঘটনাক্রমে যামুনাচার্যের অন্যতম শিষ্য শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ রামানুজের
গৃহে আগমন করলেন। কাঞ্চিপূর্ণ বাল্যকাল হতে ইষ্টবিশ্ব শ্রীবরদরাজের
সেবাপূজায় আপনাকে নিযুক্ত রেখেছেন। ঈশ্বর ব্যতীত আর তিনি কিছুই
জানেন না। তাঁর পবিত্র ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখে সকলেই তাঁকে অত্যন্ত
ভক্তি করতেন এবং মনে করতেন তিনি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ হতে এসেছেন।
আজ যাদবপ্রকাশের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণের চরণতলে
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্গ করলেন। কাঞ্চিপূর্ণ কোনও মতেই তাঁকে
নিবারণ করতে পারলেন না। তখন তিনি রামানুজকে প্রতিদিন এক কলস জল
শ্রীবরদরাজের সেবার জন্য আনয়ন করবার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন,
এতেই তাঁর মনোরথ পূর্ণ হবে।

এদিকে মহাআয়া যামুনাচার্য রামানুজকে দেখে অবধি তাঁর কল্যাণ কামনা
করতে থাকেন এবং যাতে তিনি যাদবের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে
বৈশ্বরমার্গ অবলম্বন করেন তার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। এর কিছুকাল
পরে বৃদ্ধ আচার্য পীড়িত হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থাতেও আচার্য ভগবানের
মহিমা কীর্তন করতে থাকেন। তাঁর মন ভগবৎপদমন্ত্রে যেন মিশে যেতে
লাগল।

কয়েকদিন পরে আচার্য কিছু সুস্থ হলে কাঞ্চিপুর হতে দুজন ব্রাহ্মণ
শ্রীরঞ্জমে তাঁকে দর্শন করতে আসায় তাঁদের নিকট রামানুজ যে যাদবপ্রকাশের
শিষ্যত্ব ত্যাগ করেছেন, সে সংবাদ পেয়ে আচার্য রামানুজকে তাঁর নিকট
আনবার জন্য শিষ্য মহাপূর্ণকে আদেশ করলেন। কিন্তু রামানুজ এসে

ପୌଛବାର ପୂର୍ବେଇ ଆଚାର୍ୟ ଏକଦିନ ପଦ୍ମାସନେ ବସେ ଭଗବାନେର ନାମ ସଂକିର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରତେ କରତେ ପରମପଦେ ବିଲିନ ହଲେନ ।

ଏଦିକେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଞ୍ଚିପୁରେ ଏସେ ପଥମେ ଶ୍ରୀକାଞ୍ଚିପୁରେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରଲେନ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ରାମାନୁଜକେ ଶ୍ରୀବରଦରାଜେର ଜନ୍ୟ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନିଯେ ଆସତେ ଦେଖଲେନ । ରାମାନୁଜ ଯଥନ ଶୁଣଲେନ ମହାଆୟା ଯାମୁନାଚାର୍ୟ ତାକେ ଦେଖତେ ଚେଯେଛେ, ତଥନ ତାର ଆନନ୍ଦେର ସୀମା ରାଇଁ ନା । ତିନି ମନ୍ଦିରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସଟି ରେଖେ ଏସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଦର୍ଶନେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଗୃହକର୍ମର କଥା ଚିନ୍ତା ନା କରେ ମହାପୁର୍ଣ୍ଣେର ସଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା କରଲେନ । ଚାରଦିନ ପରେ ଯଥନ ତାରା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥଜୀର ମନ୍ଦିରର ନିକଟ ପୌଛଲେନ, ତଥନ ବିରାଟ ଜନତା ଦେଖେ ଜାନତେ ପାରଲେନ ମହାଆୟା ଯାମୁନାଚାର୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେଛେ । ଏହି ସଂବାଦେ ଉଭୟେଇ ଶୋକେ ଅଭିଭୂତ ହୁୟେ ପଡ଼ଲେନ; ଶୋକବେଗ କିଛୁ ପ୍ରଶମିତ ହୁଲେ ତାରା ଦ୍ରୁତ ଚିରନିନ୍ଦିତ ମହାପୁରୁଷକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଜନ୍ୟ ତାର ଦେହପାଞ୍ଚେ ଉପାସିତ ହଲେନ ଏବଂ ତାକେ ଦେଖେ ରାମାନୁଜ ଏକଦୃଷ୍ଟ ତାର ଦିକେ ଚେଯେ ଅଶ୍ଵବିସର୍ଜନ କରତେ ଲାଗଲେନ । ମେହି ସମାଧିଷ୍ଟଲେଇ ରାମାନୁଜ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରେ ଯାମୁନମୁନିର ମତୋ ସମଗ୍ର ଦେଶେ ପ୍ରଚାର କରବେନ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରଲେନ ।

ଏର କିଛୁକାଳ ପରେ ରାମାନୁଜେର ମାତାଓ ପରଲୋକ ଗମନ କରେନ । ରାମାନୁଜ ଆର ଗୃହକର୍ମେ ଘନ ଦିତେ ପାରଲେନ ନା । ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜମାନ୍ତା ପତିପରାୟନା ହଲେଓ ତାର ଏହି ଔଦ୍‌ସୀନ୍ୟେ ବିରକ୍ତ ହତେ ଲାଗଲେନ । ରାମାନୁଜ କାଞ୍ଚିପୁରେର ନିକଟ ଗିଯେ ତାକେ ମନ୍ତ୍ରଦୀଙ୍କ ଦେବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ଲାଗଲେନ । କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀବରଦରାଜେର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାକେ ବଲଲେନ—ଈଶ୍ୱର ତାର ଜନ୍ୟ ଗୁରୁ ନିଦିଷ୍ଟ କରେ ରେଖେଛେ—ମହାଆୟା ମହାପୂର୍ଣ୍ଣଇ ତାର ଗୁରୁ ହବେନ । ଏଦିକେ ଯାମୁନାଚାର୍ୟେର ଶିଷ୍ୟଗଣ ଶ୍ରୀଗୁରୁର ଇଚ୍ଛାନ୍ୟାୟୀ ରାମାନୁଜକେ ତାଦେର ନେତୃପଦେ ବରଣ କରିବାର ଜନ୍ୟ ମହାଆୟା ମହାପୂର୍ଣ୍ଣକେ ସନ୍ତ୍ରୀକ କାଞ୍ଚିପୁରେ ଗିଯେ ରାମାନୁଜକେ ଦିକ୍ଷିତ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରଲେନ । ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଞ୍ଚିପୁରେ ଯାବାର ପଥେ ଯଥନ ମଦୁରାନ୍ତକ ନଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲେନ, ତଥନ ଅକ୍ଷୟାଂ ମେଖାନେ ରାମାନୁଜକେ ଦେଖେ ଉଭୟେ ଆନନ୍ଦେ ଅଧିର ହୁୟେ ପଡ଼ଲେନ ଏବଂ ରାମାନୁଜ ଆର କାଳବିଲମ୍ବ ନା କରେ ମହାପୁର୍ଣ୍ଣେର ନିକଟ ବୈଷ୍ଣବମନ୍ତ୍ରେ ଦିକ୍ଷା ପ୍ରହଣ କରଲେନ ।

ବିଭିନ୍ନ ଘଟନାଯ ରାମାନୁଜ ସଂସାର-ଆଶ୍ରମେ ବିତଶ୍ରଦ୍ଧ ହୁୟେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ପିତୃଗ୍ରହେ ପାଠିଯେ ଦିଯେ ଶ୍ରୀବରଦରାଜେର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରହଣ

করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার ফলে রামানুজের শরীর এক অপূর্ব ভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হল। কাষ্ঠিপূর্ণ তাঁকে ‘যতিরাজ’ আখ্যা দিলেন এবং কাষ্ঠিপুরের মঠবাসিগণ তাঁকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত করলেন। দলে দলে নরনারী তাঁকে দর্শন করতে আসল। কেউ কেউ তাঁর নিকট শিষ্যত্ব এমনকী সন্ন্যাস গ্রহণ করল। তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করে যাদবপ্রকাশের মাতা পুত্রের কল্যাণকামনায় তাঁকে রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের সংস্পর্শে এসে সকল অহঙ্কার হতে বিমুক্ত হয়ে পূবশিষ্যকে গুরুপদে বরণ করলেন এবং তাঁর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

এদিকে মহাত্মা যামুনাচার্যের দেহতাগের পর শ্রীরঞ্জমের মঠ অনেকখানি শ্রিয়মাণ হয়েছিল। মহাপূর্ণ রামানুজকে শ্রীরঞ্জমের মঠের নেতৃত্ব দেবার জন্য গুরুভাতা বরবঙ্গকে কাষ্ঠিপুরে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীরঞ্জনাথের কৃপায় যতিরাজ শ্রীরামানুজের সন্তাপ নিবারণ ও ভক্ত প্রতিপালন ক্ষমতা এমন বৃদ্ধি পেল যে, দলে দলে বৈষ্ণবগণ তাঁর নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য শুনবার জন্য আসতে লাগলেন। এতদিনে যেন যামুনাচার্যের শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল।

মহাপূর্ণ তাঁকে অর্থ সহিত বৈষ্ণবমন্ত্রলাভের জন্য পরম বৈষ্ণব গোষ্ঠীপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। রামানুজকে যোগ্য অধিকারী জেনে গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁকে মহামন্ত্র দান করে অপর কাউকেও সেটি না দেবার জন্য আদেশ দিলেন। রামানুজ কিন্তু মন্ত্রশক্তিতে দিব্যজ্ঞান লাভ করে শ্রীবিষ্ণুবন্দিরের নিকট গিয়ে সহস্র সহস্র নরনারীকে আহুন করে, ‘ওঁ নমো নারায়ণায়’ এই মহামন্ত্র দান করতে লাগলেন। সহস্র সহস্র নিরাশ হৃদয়ে দিব্যভাবের বন্যা বয়ে গেল। শ্রীরঞ্জম যেন বৈকুঞ্ছ পরিণত হল। গোষ্ঠীপূর্ণ একথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন; তখন রামানুজ বললেন—‘মহাত্মান, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করেছি, তজ্জন্য আমার নরক হোক; কিন্তু আপনার প্রদত্ত মন্ত্রের দ্বারাই সহস্র সহস্র পাপী-তাপীর পরমা গতি লাভ হোক।’ রামানুজের এই অসাধারণ হৃদয়বন্তা দেখে বিস্মিতচিত্ত গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁকে বিষ্ণুর অংশসন্তুত মনে করে পরম সমাদর করলেন। মহাত্মা যামুনাচার্যের পাঁচ জন অন্তরঙ্গ শিষ্য কাষ্ঠিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বরবঙ্গের

নিকট শিক্ষা প্রত্যেক করায় তাঁর মধ্যে যে বিভূতির প্রকাশ হতে লাগল তাতে সকলে তাঁকে শ্রীরঞ্জনাথের দ্বিতীয় বিগ্রহৰূপে পূজা করতে লাগল।

শ্রীরামানুজের প্রতি সকলের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে শ্রীরঞ্জনাথের প্রধান পূজারি অত্যন্ত ঈর্ষাণ্঵িত হলেন। তিনি রামানুজকে বিষপ্রয়োগে উদ্যত হলেন। দৈবকৃপায় একাধিকবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি রামানুজকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করে অনুতপ্ত হনয়ে তাঁর সম্মুখে মাটিতে ঘাথা ঠুকে রক্তপাত করে ফেললেন। রামানুজ তাঁর মনোভাব বুঝে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে ক্ষমা করলেন।

রামানুজ ‘সহস্রগীতি’ নামক তামিল প্রবন্ধমালা শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, ‘শ্রীশৈলতীর্থ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠমূরূপ।’ সুতরাং তিনি শিষ্যগণের সঙ্গে হরিনাম-সংকীর্তন সহায় করে শ্রীশৈলোদ্দেশে যাত্রা করলেন। অতঃপর রামানুজ শ্রীশৈলে উঠে ভগবান বেক্টনাথের মন্দিরে প্রবেশ করে প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সেই স্থানে তিনি রাত্রিবাস করে পর্বত হতে নেমে পরম ভক্তিমান শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁর গৃহে এক বৎসর অবস্থান করে তাঁর নিকট সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করলেন। বৎসরাধিককাল পরে তাঁরা শ্রীরঞ্জয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রামানুজ শিষ্য কুরেশের সঙ্গে কাশ্মীরে সারদাপীঠে গিয়ে মহৰ্ষি বোধায়ন-প্রগীত ‘বোধায়নবৃত্তি’ সংগ্রহ করলেন। এই থেছের সহায়তা ব্যতীত শ্রীভাষ্য রচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সারদাপীঠের পশ্চিতগণ ঈর্ষাণ্঵িত হয়ে তাঁর নিকট হতে ‘বোধায়নবৃত্তি’ গ্রন্থখানি কেড়ে নিলেন। রামানুজ এতে বিমর্শ হলে শিষ্য কুরেশ জানালেন, এই কয়দিনেই তিনি উক্ত গ্রন্থ কঠস্থ করে ফেলেছেন। তখন কুরেশ-সিখিত ‘বোধায়নবৃত্তি’র অনুলিপি অবলম্বন করে যতিরাজ রামানুজ বেদান্ত সূত্রের উপর ‘শ্রীভাষ্য’ রচনা সমাপ্ত করলেন। এছাড়া তিনি ‘বেদান্তদীপন’, ‘বেদান্তসার’, ‘বেদার্থসংগ্রহ’ ও ‘গীতাভাষ্যম’ নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

আচার্য রামানুজ-প্রবর্তিত বিশিষ্টাদৈত্যতে একমাত্র বিষ্ণুই সচিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি সগুণ ও সবিশেষ নিখিল কল্যাণগুণের আকর। নিগ্রণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম নাই। অন্যান্য উপাস্যগণ সেই বিষ্ণু ভগবানের শক্তির বিলাস। এই

শক্তি নিত্য, সুতরাং জীব চিরকালই উপাসক হয়েই থাকবে এবং ভগবৎ সন্নিধানে থেকে ভগবৎসেবা করে অপার অনিবচনীয় আনন্দভোগ করতে থাকবে। এই আনন্দভোগরূপ সুখে কোনও দুঃখলেশ থাকবে না। সুখই জীবের অভিষ্ট, সুখদুঃখের অতীত হওয়া অভিষ্ট হতে পারে না। এক বিষ্ণুর পূজাতেই সকল দেবতারই পূজা হবে। অন্য দেবতার পৃথক পূজার আর আবশ্যিকতা নাই।

শ্রীভাষ্য রচনা সমাপ্ত হলে আচার্য রামানুজ কুন্তকোণম, মাদুরা, কুরুক্ষেপুরী, কুরঙ্গ, তিরু, অনন্তপুরম, দ্বারাবতী, মথুরা, বৃহদাবন, শালগ্রাম, সাকেত, বদরিকাশ্রম, নৈমিত্যারণ্য, পুস্তর, কাশীর, কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করে এবং পরে পশ্চিতগণকে তর্কে আহ্বান করে স্বীয় বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করলেন। অতঃপর জগন্নাথধামে এসে ‘এমার মঠ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এখান হতে কূর্মক্ষেত্র, সিংহাচল, বেক্ষটাচল প্রভৃতি স্থানে নিজ মত প্রচার করে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এলেন।

বিঠলদেব নামক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে রাজার অনুরোধে রামানুজ উপস্থিত সহস্র সহস্র বৌদ্ধের সম্মুখে বৌদ্ধ পশ্চিতগণের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। রামানুজ ধীর গভীর ভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। বৌদ্ধ পশ্চিতগণ তাঁর সদৃশের দিতে পারলেন না। তখন সহস্র সহস্র বৌদ্ধ-সম্মেত রাজা বিঠলদেব রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। রামানুজ তাঁকে ‘বিষ্ণুবর্ধন’ নামে অভিহিত করলেন।

কিছুকাল পরে রামানুজ যাদবাদ্বিতীতে উপস্থিত হলেন। এখানে একদিন মৃত্তিকার অভ্যন্তর হতে যাদবাদ্বিপতির লুপ্ত বিগ্রহ উদ্ধার করলেন। অঞ্জলাকালের মধ্যেই তাঁর প্রভাবে যাদবাদ্বিপতির এক সুন্দর মণ্ডির নির্মিত হল। স্বপ্নে যাদবাদ্বিপতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রামানুজ দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের নিকট হতে যাদবাদ্বিপতির দ্বিতীয় বিগ্রহ ‘সম্পৎকুমার’কে প্রার্থনার জন্য দিল্লীতে গেলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁর দ্বারা সংগৃহীত বহু দেবমূর্তির মধ্যে ‘সম্পৎকুমার’কে রামানুজের হস্তে অপর্ণ করলে রামানুজ বিগ্রহ নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু সম্রাটের কন্যা লচিমার এই বিগ্রহটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং নিয়মিত পূজা করতেন। তাঁর প্রিয় বিগ্রহ হস্তচূড়ত হওয়ায়

ଲଚିମାର ଉଶ୍ମାଦିନୀର ନୟାୟ ହଲେନ । ଏଇ ଦେଖେ ସନ୍ତାଟ ତାକେ ସୈନ୍ୟସହ ବିଗ୍ରହ ପୁନରନ୍ଦାର କରତେ ବଲଲେନ । ସନ୍ତାଟକନ୍ୟା ବହୁ ଦିନ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ କରେଓ ସଥନ ପ୍ରିୟ ବିଗ୍ରହେର ସନ୍ଧାନ ପେଲେନ ନା, ତଥନ ଦେହତ୍ୟାଗେର ସକଳ କରେ ସକଳେର ଅଞ୍ଜାତସାରେ ଏକ ବନମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ । ବନେର ଫଳମୂଳ ଥେଯେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ନିଜେର ଭକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣେ ତିନି ଯାଦବାଡ଼ିତେ ଏସେ ପୌଛଲେନ । ଯତିରାଜ ରାମାନୁଜ ତାର ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ମୁସଲମାନ ହଲେଓ ତାକେ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଦିଲେନ । ଲଚିମାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୁମାରେର ସେବାୟ କାଟିଯେ ଶ୍ରୀଭଗବାନେଇ ବିଲିନ ହେଁ ଗେଲେନ । ଆଜଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟେର ବୈଷ୍ଣବ-ମନ୍ଦିରଗୁଲିତେ ଲଚିମାରେର ବିଗ୍ରହେର ପୂଜା ହେଁ ଥାକେ ।

ଆଚାର୍ୟ ରାମାନୁଜ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମେ ଫିରେ ଆସଲେ କୁରେଶ ଗୁର୍ବ ସଙ୍ଗେ ମିଲିତ ହେଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରତେ ଲାଗଲେନ । ମଠେ ମହୋଂସବ ଚଲତେ ଲାଗଲ । ରାମାନୁଜେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ବହୁ ମହୀୟ ଗୁଣେର ବିକାଶ ହେଁଛିଲ । ଏର ଦୁଇ ବର୍ଷର ପରେ ଜରାଗ୍ରହଣ ହେଁ କୁରେଶ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେନ । ତଥନ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜେର ବୟସ ଷାଟ ବର୍ଷର ହେଁଛିଲ । ତିନି ଆରା ଷାଟ ବର୍ଷର ଧରାଧାମେ ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ କୁରେଶେର ଦେହରକ୍ଷାର ପର ତିନି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ତ୍ୟାଗ କରେ ଆର କୋଥାଓ ଯାନନି । ଦେଶଦେଶୋନ୍ତର ହତେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ତାକେ ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସନ୍ତେନ । ମହାସମାଧିର ଦିନ ନିକଟବତ୍ତି ହଲେ ଦୁଃଖେ ଅଭିଭୂତ ଭକ୍ତଗଣେର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ନିଜେର ପ୍ରସ୍ତରମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେ ତିନି ୧୧୩୭ ଖ୍ରୀସ୍ଟକ୍ରମେ ମାଘୀ ଶୁଲ୍କା ଦଶମୀ ତିଥିତେ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ପରମପଦେ ମିଲିତ ହଲେନ ।

ଆଚାର୍ୟ ରାମାନୁଜେର ବାଣୀ

ମୁକ୍ତିତେ ଜୀବ ଏକେବାରେ ବ୍ରଙ୍ଗେ ମିଶେ ଯାଯ ନା, ଜୀବ ହଚ୍ଛେ ଭଗବାନେର ନିତ୍ୟଦାସ, ତାର ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଭଗବାନେର ନିତ୍ୟଦାସାଇ ହଚ୍ଛେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି—ଏ ଦାସ୍ୟ କେବଳି ନିରବାହିନୀ ଆନନ୍ଦ । ଏତେଇ ରମେଷ୍ଟେ ପରମା ମୁକ୍ତି, କାରଣ ଜୀବ ସ୍ଵରୂପତିଇ ଭଗବାନେର ଦାସ । ଏଇ ଭଗବନ୍ଦାସରୂପ ନିଜ ସ୍ଵରୂପ ହତେ ବିଚ୍ୟତ ହେଁଇ ମେ ଦୁଃଖ ପାଯ ।

ବିଷୟାତୁର ବନ୍ଧକଗଣ ବୈଷ୍ଣବେର ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରଲେଓ ତାର ସାଥେ ବାସ କରବେ ନା ।

যারা মুক্তির উপায় ভগবৎ শরণাগতি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করে, তাদেরকে বর্জন করবে। যারা ভগবৎশরণাগতিকেই মুক্তির উপায় বলে, তাদের সঙ্গ করবে।

ଅପର ଦେବତାର ଶୁଣକିର୍ତ୍ତନ ଶୁଣେ ବିଶ୍ଵିତ ହବେ ନା ।

অপর দেবতার মন্দির দেখে বিস্মিত হবে না।

ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୱ

ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୱ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକେର ଏକେବାରେ ଅନ୍ତିମଲଙ୍ଘେ । ଭାରତେର ଦକ୍ଷିଣ-ପଞ୍ଚିମ ଉପକୂଳେର କାହାକାହି ବେଳେ ଗ୍ରାମେର ପାଜକାଙ୍କ୍ଷେତ୍ର ତାଁର ଜୟଭୂମି । ତାଁର ଆବିର୍ଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତେରଇ ନୟ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାରତେରଇ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟନା । ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରେର ଭକ୍ତିବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ତିନି ଏକ ନବତର ବୈତବାଦୀ ଦର୍ଶନେର ପ୍ରଚାର କରେନ ।

ମଧ୍ୱେର ପିତାର ନାମ ମଧ୍ୟଗେହ ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ । ବେଦ-ବେଦାନ୍ତେ ତିନି ପାରଙ୍ଗମ, ଆବାର ସାଧନ-ଜୀବନେ ନିଷ୍ଠାବାନ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ । ଶ୍ରୀ ବେଦବତୀ ଯେମନ ରୂପ-ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତେମନିଇ ମହାଭକ୍ତିମତୀ ।

ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟଗେହ ଭଟ୍ଟ ମୋଟେଇ ବିଭବାନ ଛିଲେନ ନା । ସମ୍ବଲେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲ ପୈତୃକ ଏକଟି ବାଡ଼ି ଆର ଏକଟି ଛୋଟ ବାଗାନ । ଏଇ ବାଗାନେର ଫସଳ ଆର ଅଧ୍ୟାପନାର ସାମାନ୍ୟ କିଛୁ ଆୟ ଦିଯେଇ କୋନ୍‌ଓମତେ ତାଁର ସଂସାରେର ବ୍ୟାଯ ନିର୍ବାହ ହତ ।

ମଧ୍ୟଗେହ ଭଟ୍ଟେର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓ ଏକ କନ୍ୟା । କିନ୍ତୁ ନିତାନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ବସେ ତାଁର ଦୁଟି ପୁତ୍ରେଇ ଯାରା ଯାଯ ।

ଏରପର ବେଶ କରେକ ବହର କେଟେ ଯାଯ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଗେହ ପୁତ୍ରଶୋକ ଭୁଲତେ ପାରେନ ନା । ଏହାଡ଼ା ତାଁର ମନେ ଏକଟି ନତୁନ ଦୁଃଖିତ୍ୱାତ୍ମା ଓ ପ୍ରବଳ ହୟ ଓଠେ । ତିନି ବାରବାରଇ ଭାବତେ ଥାକେନ, ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥା ଦେହତ୍ୟାଗ କରଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାର ତୋ କେଉଁ ଥାକବେ ନା । ତାଇ ମାଝେ ମାଝେ ଉତ୍ୱପ୍ତିତ ଅନ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରେ ଗିଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହତେନ, ଇଟ୍ଟେର ଚରଣେ ନିବେଦନ କରତେନ ଅନ୍ତରେର ଆକୁତି ।

୧୧୯୯ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବେର ବିଜ୍ୟାଦଶମୀ ତିଥିତେ ଏକ ଶୁଭଲଙ୍ଘେ ଭଟ୍ଟଗୃହିଣୀର କୋଲ ଆଲୋ କରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୟ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର, ଉତ୍ତରକାଳେ ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ହୟ ଓଠେ ମହାସାଧକ ମଧ୍ୱାଚାର୍ୟ ନାମେ । ଅନ୍ତେଶ୍ଵର ବିଷ୍ଣୁର କୃପାପ୍ରସାଦରପେ ପେଯେଛେନ ଏଇ ପୁତ୍ରଟିକେ—କୃତଙ୍ଗ ହୁଦୟେ ପିତା ମଧ୍ୟଗେହ ତାଇ ତାର ନାମ ରାଖଲେନ ବାସୁଦେବ ।

କିଶୋର ବସେ ବାସୁଦେବେର ଉପନୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୟ । ଏବାର ଶାନ୍ତ ଅଧ୍ୟଯନେର ଜନ୍ୟ ତାଁକେ ପାଠାନୋ ହୟ ଗ୍ରାମେର ଟୋଲେ । ଅସାଧାରଣ ମେଧା ଓ ପ୍ରତିଭା ବାସୁଦେବେର । ଅଧ୍ୟାପକେରା ବିଶ୍ଵିତ ହୟ ଯାନ । ଦେଖା ଯାଯ, କରେକ

বছরের মধ্যেই বিভিন্ন শাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন। তদ্বের নির্ণয় ও বিচার-বিশ্লেষণে জ্ঞেহে তাঁর অসামান্য অধিকার। আবার, অমিত সাহস, বজ্রকঠিন দেহ, আর দুর্জয় সকল নিয়ে যে-কোনও প্রতিযোগিতায় অনায়াসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করে নেন। কৃষ্ণি খেলায় বাসুদেব অদ্বিতীয়।

একদিন অতি প্রত্যুষে উডুপীতে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের মঠে গিয়ে উপস্থিত হন তিনি। শ্রদ্ধাভরে পুণাম নিবেদন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘আচার্যবর, অনেক আশা নিয়ে আপনার চরণে শরণ নিতে এসেছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, শাস্ত্রতদ্বের উপদেশ দিয়ে করুন কৃতকৃতার্থ।’

সেদিন উডুপীর মঠে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছে আশ্রয় লাভের পর হতে বাসুদেবের জীবনে শুরু হল এক নতুনতর অধ্যায়। ন্যায়, সাংখ্য, বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন শুরু হল। অপূর্ব নিষ্ঠায় বাসুদেব এগুলি একের পর এক আয়ত্ত করলেন। কিন্তু সব সময়েই দেখা যায় গুরু অবৈত-বেদান্তের পাঠ শুরু করলেই বাসুদেব তাঁর বিরুদ্ধে তুলে ধরেন ভক্তিবদী ব্যাখ্যা, আপন ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ মনীষার সাহায্যে প্রয়োগ করেন বিস্ময়কর শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিতর্ক। ক্রমে উডুপীর বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের এই প্রতিভাধর ছাত্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাসুদেব অচ্যুতপ্রকাশের কাছে দিক্ষা নিয়ে আচার্যের মঠে থেকে তাঁর নির্দেশিত পথে অনন্য নিষ্ঠায় উদ্যাপন করে চলেন তাঁর সাধনা ও স্বাধ্যায়।

এসময় বাসুদেবের পিতা মধ্যগেহ ভট্ট তাঁর কৃতী পুত্রের বিবাহ দেবার জন্য একটি সুলক্ষণা পাত্রী নির্বাচন করেন। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী ও সংকল্পে দৃঢ় তরুণ বাসুদেব তাঁর পিতাকে অনন্তেশ্বর বিষ্ণুর আদিষ্ট কর্মসংজ্ঞে নিজ-জীবন উৎসর্গের কথা নিবেদন করেন। পিতা মধ্যগেহ একমাত্র পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রতিজ্ঞা শুনে, ভবিষ্যতে দেহত্যাগের পর পিণ্ড থেকে বঞ্চিত হবেন এবং আশক্ষা প্রকাশ করলে, পুত্র বাসুদেব বলেন, ‘আমার অন্তরাত্মা বলছে, অদূর ভবিষ্যতে আমার একটি অনুজ জল্মগ্রহণ করবে। তখন আর আপনার পিণ্ডলোপের ভয় থাকবে না।’

এরপর বারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টের গৃহে আবির্ভূত হয় আর একটি পুত্রসন্তান।

ଏବାର ଜନକ ଓ ଜନନୀର ସମ୍ମତି ନିଯେ ବାସୁଦେବ ଚିରତରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରେନ । ପଞ୍ଚିଶ ବଛରେ ସାଧନନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭଦ୍ଵିଷ୍ଟ ଜୀବନେ ଶୁରୁ ହ୍ୟ ସମ୍ୟାସ-ଆଶ୍ରମେର ସୁକଠୋର ବ୍ରତ ।

ଶୁରୁ ଏହି ନବୀନ ଶିଥ୍ୟେର ସମ୍ୟାସନାମ ଦେନ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ୍ୱ । ପୂର୍ବାଶ୍ରମେ ବାସୁଦେବ ଛିଲେନ ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟଗେହେର ପୁତ୍ର, ଏଜନ୍ୟ ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାମେଓ ତିନି ସେ-ଅଞ୍ଚଳେ ପରିଚିତ ହ୍ୟ ଓଠେନ ।

ଏକ ଶୁଭଦିନେ ଆଚାର୍ୟ ଅଚ୍ୟତପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧୁ-ସମ୍ୟାସୀ ଓ ସଜ୍ଜନଦେର ଆହୁନ କରେନ ଏବଂ ସକଳେର ସମକ୍ଷେ ମଧ୍ୟର ହାତେ ତାଁର ଉଡୁପୀ ମଠେର ସର୍ବମୟ କ୍ଷମତା ସଂପେ ଦେନ । ତାଁର ନତୁନ ନାମ ହଲ—ଆନନ୍ଦତୀର୍ଥ । ଉତ୍ତରଜୀବନେ ମଧ୍ୟକେ ତାଁର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଗ୍ରହ ଓ ଭାଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ମଠଧୀଶ-ନାମଇ ବ୍ୟବହାର କରତେ ଦେଖା ଗେଛେ ।

ଉଡୁପୀର ମଠେ ମାଝେ ମାଝେ ଦେଶ-ବିଦେଶଖ୍ୟାତ ଭାଷ୍ୟମାଣ ପଣ୍ଡିତଦେର ଆଗମନ ହତ । ଏହିର ସଙ୍ଗେ ତକ୍ଷୟୁଦ୍ଧ ନାମାର ଜନ୍ୟ ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୀଘଦିନ ଯାବନ୍ ନିଜେକେ ପ୍ରମୃତ କରେ ତୁଳଛିଲେନ ।

ଏରପର ଶୁରୁ ହଲ ସଦଲବଳେ ତାଁର ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରବିଚାରେର ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏ-ସମୟେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେର ସାଧକ ଓ ଦାଶନିକଦେର ତିନି ତକ୍ଷୟୁଦ୍ଧ ପରାପ୍ରତ କରେନ ।

ଅବଶ୍ୟେ ସୁରତେ ସୁରତେ ଉପସ୍ଥିତ ହନ ବିଷ୍ଵମଙ୍ଗଳମ ତୀରେ । ଏହି ସମୟେ ତିନି ତାଁର ସଙ୍ଗୀଦେର କାହେ କିଛୁ ଯୋଗେଶ୍ଵର୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ପଥ ଚଲତେ ଚଲତେ ସେବାର ସବାଈ ଏକ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅଗସର ହଜେନ । ନିକଟେ କୋନାଓ ଜନମାନବ ନେଇ, ଆଶ୍ରମ ବା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହେର କୋନାଓ ସନ୍ତ୍ଵାବନା ଦେଖା ଯାଚେ ନା । ଅଥାଚ ସଙ୍ଗୀର କୁଠା ତୃଷ୍ଣୟ ଅତାପ୍ତ କାତର । ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟାତ୍ମିଦେର ନିଯେ ଏକ ବୃକ୍ଷତଳେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରହଣ କରେନ । ହଠାତ୍ ତାଁର ଦେହେ ଦେଖା ଦେଇ ଦିବ୍ୟଭାବେର ଆବେଶ । ଏକ ସଙ୍ଗୀର ଝୁଲିତେ ଭୁକ୍ତାବଶିଷ୍ଟ ଏକଟୁକରୋ ଶୁକନୋ ରୁଟି ପାଓୟା ଯାଯ । ଭାବାବିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଫୁଟସ୍ତରେ ବାରବାର କି ଯେନ ବଲତେ ଥାକେନ ଆର ଐ ରୁଟିଟି ହାତ ଦିଯେ ଚେପେ ଧରେନ । ଏକଟୁ ପରେଇ ସକଳେ ସବିଷ୍ମୟେ ଦେଖେନ—ସଙ୍ଗୀଦେର ସବାର ପେଟ ଭରେ ଖାଓଯାର ମତୋ ଏକରାଶ ରୁଟି କୋଥା ହତେ ଐ ଝୁଲିର ମଧ୍ୟେ ଏସେ ଗିଯେଛେ ।

ক্রমে আচার্য তাঁর দক্ষিণ-ভারত পর্যটন শেষ করেন এবং এই পর্যটনের শেষের দিকেই শৃঙ্গের মঠধীশ বিদ্যাশক্তরের সাথে হয় তাঁর বিচার-বিতর্ক। বিচারে মধ্ব হেরে যান। তরুণ সন্ন্যাসী আচার্য মধ্বের বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বছর।

এরপর ত্রিবান্দ্রাম হতে মধ্ব সরাসরি চলে যান রামেশ্বরধামে এবং সেখানে চারমাস কাল অতিবাহিত করেন নিভৃত তপস্যায়। এখানেও অবৈতবদী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরা দলে দলে এসে তাঁকে বিচার-বিতর্কে আহুন জানাতে থাকেন। কিন্তু তপস্যাপরায়ণ মধ্বকে এ-সময়ে তর্কসভায় টেনে আনা সম্ভব হয়নি।

এরপর তিনি যান বিষ্ণুকাঞ্চীতে। সেখানে থাকাকালে একটি চাধঞ্জ্যকর ঘটনা ঘটে। তাঁর আগমনবার্তা শুনে একদল অবৈতী ও শৈব সন্ন্যাসী তাঁকে ঘিরে ধরেন এবং নানাভাবে উত্তেজিত করে টেনে আনেন শাস্ত্র-বিচারের দ্বন্দ্বে। মধ্বের ভিতরে এ-সময়ে দেখা যায় এক দিব্যভাবের আবেশ। শাস্ত্রের এক একটি শব্দের বহুতর অর্থ ও দ্যোতনা তিনি প্রকাশ করতে থাকেন তড়িদবেগে ও অনগ্রলভাবে। স্বয়ং সরস্বতী যেন এই নবীন সন্ন্যাসীর কঠে সেদিন আবির্ভূত। বিচারকামী পণ্ডিতেরা তাঁর এই অমানুষিক প্রতিভা ও অলৌকিক প্রজ্ঞা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

উড়ুপীর মঠে ফিরে এসে মধ্ব তাঁর গুরুদেব আচার্য অচুতপ্রকাশের কাছে নানা তীর্থের, নানা বিচার-সভার বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কিন্তু ত্রিবান্দ্রামের সভায় শৃঙ্গের অধ্যক্ষ অবৈতবদী তর্কযোদ্ধা বিদ্যাশক্তরের কাছে পরাজিত হওয়ার কারণে তাঁর মন অত্যন্ত তারাত্মান্ত ছিল। গুরু অচুতপ্রকাশের সাম্মনা ও উৎসাহবাক্যে তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর নিজ-মতবাদের সমর্থনে একটি গীতাভাষ্য রচনা করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ব্যাসসূত্রের ভাষ্য রচনাও সমাপ্ত করেন।

এবার মূল্যবান পুঁথিপত্র ঝুলিতে ভরে মধ্ব পদব্রজে উত্তর-ভারতের দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ও একদল তীর্থ্যাত্মী।

এই চলার পথে সঙ্গিগণসহ মধ্বকেও কম বিপদে পড়তে হয়নি। কিন্তু কখনও সীশুরের অনুগ্রহে, কখনও বা তাঁর নিজের যোগশক্তির বলে আচার্য ও তাঁর সঙ্গীরা চরম বিপদ ও লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পান।

କ୍ରମେ ତାରା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତେର ଏକ ତୁଳୀ-ମୁସଲମାନ ସନ୍ନାଟେର ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତେ ଏସେ ପୌଛାନ । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରେସେ କରତେ ଯାବେନ ଏମନ ସମୟ ରକ୍ଷଣୀ ସେନାରା ତାଦେର ବାଧା ଦିଲ । କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଛୁ ହଟବାର ପାତ୍ର ନନ, ସେନାଦେର ସମ୍ମୁଖେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ତିନି କତକଗ୍ରଳି ବିଶେଷ ହତ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରଲେନ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଐ ସେନାଦଲଟି ମନ୍ତ୍ରମୁଖ ସର୍ପେର ମତୋ ତାର ବଶୀଭୂତ ହେଁ ଗେଲ । ଜନଶ୍ରତି ଆହେ, ମଧ୍ୟ ଅତଃପର ସରାସରି ଐ ମୁସଲମାନ ସନ୍ନାଟେର ସକାଶେ ଗିଯେ ଉପଥିତ ହନ । ଆଚାର୍ୟ ତୁଳୀ ଭାଷା କୋନ୍‌ଓକାଲେଇ ଶେଖେନନି । କିନ୍ତୁ ସକଳେ ମୁଝ-ବିଷ୍ମୟେ ଦେଖଲେନ, ବିଦେଶୀ ଭିନ୍ନଧରୀ ସନ୍ନାଟେର ସଙ୍ଗେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାତେଇ ତିନି ଅବଲୀଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଯେ ଗେଲେନ ।

ଏରପର ବାରାଗସୀତେ ଶ୍ଵାନୀୟ ସାଧକ ଓ ପଣ୍ଡିତଦେର ସଙ୍ଗେ ତାର ମତ ବିନିମୟେର ସୁଯୋଗ ଘଟେ ।

ତାରପର ତିନି ଚଲେ ଯାନ ବ୍ୟାସଗୁହ୍ୟ । ସେଥାନେ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୟାନ-ମନନେର ଫଳେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିର୍ଭୟ ମୃତ୍ୟୁତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ ତାର ସାମନେ । ମହାମୁନି ମଧ୍ୟରେ ହାତେ ତୁଳେ ଦେନ ତିନଟି ପରମ ପବିତ୍ର ଶାଲଗ୍ରାମଶିଳା । ମ୍ରେହଭରେ ବଲେନ, ‘ଦେଶେ ଫିରେ ଗିଯେ ଏହି ଶିଳା ଯେ-ଯେ ହୁଅ ତୁମି ହୃଦୟର କରବେ ସେଇ-ସେଇ ହୃଦୟ ପରିଚିତ ହେଁ ଉଠିବେ ଜାଗ୍ରତ ପିଠିରାପେ ।’

ହିମାଲୟ ସନ୍ନିହିତ ମହାତୀର୍ଥଗ୍ରଳି ପରିବ୍ରାଜନ କରାର ପର ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମିତେ ନେମେ ଆସେନ । ଏବାର ହତେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଭାରତେର ବୃତ୍ତର ରଙ୍ଗମଙ୍କେ ଏସେ ତିନି ଦାଁଡ଼ାନ, ଶୁରୁ ହୁଏ ଭକ୍ତି-ସିଦ୍ଧ ମହାସାଧକ, ବୈତବାଦୀ ମହାଦାଶନିକ ମଧ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟର ଅବିମ୍ରଣିତ ଭୂମିକା ।

ସାରାଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତରେର କେବଳାବୈତବାଦେର ବିରଳଦ୍ଵେ ସଂଗ୍ରାମ କରେଛେ, ନିଜେର ପ୍ରତ୍ସମୂହେ ଉପଥ୍ରାପିତ କରେଛେ ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତ୍ରୀୟ ଉତ୍ସୁକି, ଯୁଦ୍ଧିତର୍କ ଓ ତଥ୍ୟ-ପ୍ରମାଣ । କିନ୍ତୁ ଏକଥାଓ ଶ୍ଵିକାର କରତେ ହବେ ଯେ, ଶକ୍ତରେର ମତବାଦ ଖଣ୍ଡ କରତେ ଗିଯେ ଶ୍ରୁତି ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୁତିର ଉପରାଇ ତିନି ନିର୍ଭର କରେଛେ, ବେଦ-ଉପନିଷଦ ଅପେକ୍ଷା ପୁରାଣ-ଶାସ୍ତ୍ରର ସହାୟତାଇ ନିଯେଛେ ବେଶି ।

ମଧ୍ୟ-ମତେର ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ଭେଦବାଦ । ଈଶ୍ୱର ଓ ଜୀବ, ସେବ୍ୟବନ୍ତ ଓ ସେବକ ନିତ୍ୟ ପୃଥକ, ନିତ୍ୟ ଭେଦ୍ୟୁକ୍ତ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ଆର ସବହି ଅସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱର-ନିର୍ଭର । ତାର ଏହି ବୈତବାଦ ଦାଶନିକ ମହିଳେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର-ଅସ୍ଵତନ୍ତ୍ରବାଦ ନାମେ ପରିଚିତ । ମଧ୍ୟପଥୀରା ନିଜେଦେର ସମ୍ପଦାଯକେ ବଲେନ ସଦ-ବୈଷ୍ଣବ ।

মধ্বাচার্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্থলে স্থাপন করেছেন বিষ্ণু বা নারায়ণকে। তিনি বলেন, সৃষ্টির আদিতে বিরাজিত ছিলেন এক ও অবিতীয় আনন্দস্বরূপ ভগবান নারায়ণ, তখন ব্রহ্ম বা শিব কেউই ছিলেন না। সেই বিষ্ণুর দেহ হতে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্বচরাচর এবং এই বিষ্ণু বা নারায়ণই একমাত্র সদ্বন্দ্ব, অশেষ সদ্গুণের আধারও তিনি বটেন। তিনি নির্দেশ ও স্বতন্ত্র, তা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন।

আচার্য পাঁচ প্রকার ভেদের অস্তিত্ব সমর্থন করেছেন। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও জীবে ভেদ এবং জীবসমূহ ও জড় পদার্থ-সমূহের আভ্যন্তরীণ ও পরম্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদকে তিনি বলেছেন প্রপঞ্চ।

আচার্যের মতে, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি তখনই হয় যখন তার জন্ম-মৃত্যুর যাতায়াত বা পুনর্জন্মের অবসান ঘটে এবং সে যখন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে স্থিতি লাভ করে।

মুখ্য প্রাণবায়ুর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ—এবং নারায়ণের পুত্র বায়ুর কৃপা ছাড়া জীবের মোক্ষলাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। মধ্বের অনুগামী বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, এযুগে মধ্বই হচ্ছেন বায়ুর অবতার; তাই তিনিই মানুষের ত্রাণকর্তা। পুণ্যকর্মের জন্য মধ্ব ব্যবস্থা দিয়েছেন অক্ষয় স্বর্গবাস, আর বৈষ্ণববাদের বিরোধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন অনন্ত নরকবাস।

মধ্বের মতবাদ অনুসারে জীবাত্মা স্বাভাবিকভাবে অবিদ্যা-দ্বারা আবৃত। অবিদ্যা দূর হয় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয় ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পর। উন্নতশ্রেণীর জীবাত্মারাই এই জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং এজন্য তিনি প্রচার করেছেন আঠারোটি অনুশাসন। এগুলির মধ্যে প্রথম হচ্ছে—বৈরাগ্য, শম, গুরুসেবা, ভগবৎ-চরণে ভক্তি, উপাসনা, পূর্বমীমাংসা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, অসত্য মতবাদের বিরোধিতা প্রভৃতি।

তাঁর মতে, শ্রীবিষ্ণুর সেবার উপায় তিনটি; প্রথম—অক্ষ বা সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র ইত্যাদির চিহ্ন ধারণ। দ্বিতীয়—নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর বিভিন্ন নাম অনুসারে পুত্রাদির নাম রাখা। তৃতীয়—কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ ভজন।

ବ୍ୟାସଗୁହା, ବଦରୀନାରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ହିମାଲୟେର ଜାଗ୍ରତ ତୀର୍ଥସମୂହେ କିଛୁଦିନ ଅବହ୍ଵାନେର ପର ମଧ୍ୟାଚାର୍ୟ ସମତଳ ଭୂମିତେ ନେମେ ଆସେନ । ଏ-ସମୟେ ଉତ୍ତର ଭାରତେର ପ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥ-ନଗର ତିନି ପରିଶ୍ରମଗ କରେନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରେନ ନିଜେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଭକ୍ତିବାଦ ।

ଅତଃପର ଆଚାର୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେନ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟେ । ଶତ ଶୃତ ନରନାରୀ ଉଡୁପୀର ମଠେ ଏସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ପରମାଶ୍ରମ । ଜୀବନେର ଶେଷପାଦେ ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଡୁପୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାନେ କୃଷଣଦ୍ଵିର ହାପନ କରେଛିଲେନ ।

୧୨୭୫ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦେ ମଧ୍ୟେର ପିତା ଦେହରକ୍ଷା କରେନ । ଏର ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟେଇ ମଧ୍ୟେର କନିଷ୍ଠ ଭାତା, ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଦୀକ୍ଷାର ପର ତାର ନତୁନ ନାମ ହ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁତୀର୍ଥ । ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟେର ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ୍ରୋଲନେ ସୁପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁତୀର୍ଥେର ଅବଦାନ ପ୍ରଚୁର ।

ଜୀବନେର ଶେଷପାଦେ ମଧ୍ୟେର ଭକ୍ତି-ସାଧନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହ୍ୟ । ନୈଷିକ ଭକ୍ତିବାଦ ସୀରେ ସୀରେ ଝୁକେ ପଡ଼େ ଭାବମୟତା ଓ ରସେର ଦିକେ । ହୃଦୟାସନେ ଏତକାଳ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଛିଲେନ ଶେଷଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଏବାର ତା ଅଧିକାର କରେନ ଅଖିଲରସାମୃତସିଙ୍ଗୁ-ବାଲଗୋପାଲମୂର୍ତ୍ତି—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।

ମଧ୍ୟେର ଦୀଘଜୀବନ ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା ଓ ତପସ୍ୟାୟ ଭରା । ଦାଶନିକ ମତବାଦେର ବିଷ୍ଟାର, ଭକ୍ତିଧର୍ମର ଆଶ୍ରୋଲନ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଗ୍ରହେର ରଚନା ଓ ପ୍ରଚାବେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଭାରତେର ଧର୍ମ-ସଂସ୍କୃତିର ଉପର ତିନି ଦୂରବିଷ୍ଟାରୀ ପ୍ରଭାବ ରେଖେ ଗେହେନ । ତାର ଉତ୍ତର-ସାଧକେରାଓ ତାର ଦୈତ-ମତବାଦ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ୍ରୋଲକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର କାଜେ କମ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରେନନି ।

ଆରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମେର ଏକ ବିରାଟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପନ କରେ ଆଚାର୍ୟ ଏକଦିନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ-ଶିଷ୍ୟଦେର କାହେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେନ ତାର ମର୍ତ୍ତ୍ତିଲୀଲାୟ ଛେଦ ଟାନାର ଅଭିପ୍ରାୟ । ୧୩୦୩ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦେର ଏକ ଶୁଙ୍ଗା ନବମୀ ତିଥି । ଏ-ସମୟେ ସରିଦନ୍ତର ନାମକ ହାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟଦେର କାହେ ଆଚାର୍ୟ ଐତରେୟ ଉପନିଷଦେର ଭକ୍ତିମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନେ ରତ ରଯେଛେନ । ଏଇ ସମୟେ ଲୀଲା ଅବସାନେର ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତି ଏଗିଯେ ଏଲ । ଇଷ୍ଟଧ୍ୟାନେ ସମାହିତ ହ୍ୟ ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଃଶ୍ଵାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲେନ, ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଲେନ ନିତ୍ୟଲୀଲାର ପରମଧାରେ ।

আচার্য মধ্বের বাণী

এই বৈচিত্রময় জগতের শ্রষ্টানগে পরমেশ্বরকে চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য।

যে সমস্ত অনিত্য পদার্থকে ঈশ্বরের পরতন্ত্র বলে জানে, সে সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

জ্ঞান ভক্তিরই অঙ্গ। তাই কখনও ভক্তিকেও জ্ঞান বলা হয়। যখনই শ্রুতি জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তির কথা বলেছেন, তখন বুঝে নিতে হবে যে ভক্তিকেই জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। কখনও কখনও স্পষ্ট করে বলার জন্য জ্ঞান ও ভক্তি এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

ঈশ্বরের মহিমায় দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান হলে, যখন অন্য সকল ভালবাসা ও আস্তিকে ছাপিয়ে যে প্রেম জেগে ওঠে তাকেই বলে ভক্তি।

দাশনিক জিজ্ঞাসার প্রয়োজন শুধুমাত্র সত্যতত্ত্ব জানার জন্য। এই জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যে গুণগুলি জানতে পারা যায়, তাই তার ধর্ম।

অনাদি বন্ধন নিবৃত্তির জন্যই সাধনার প্রয়োজন।

যে কর্ম সশ্রদ্ধভাবে জ্ঞান-সহকারে করবে, তাই বীর্যপদ হবে।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সহকারে কর্ম করা উচিত।

ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের প্রতি সর্বদা মনে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখবে, কারণ তিনি সর্বোৎকৃষ্ট, অনন্তগুণসম্পন্ন এবং সর্বাতীত।

ব্রহ্ম অপরিণামী, তাই তাঁকে বলা হয় ‘ধৰ্ত’ (পরম সত্য)। যা পরিণামী (অর্থাৎ জগৎ), তাই অনৃত (মিথ্যা)।

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟ

ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା

୧୪୮୬ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେ ଫାଙ୍କ୍ଷନେର ଦୋଲପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିତେ ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟେର ଆବିର୍ଭାବ ସଟେ ନଦୀଯା ଜେଳାୟ ନବଦ୍ଵାପେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଗ ପରିବାରେ । ପିତାର ନାମ ଛିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ମାତାର ନାମ ଶଚ୍ଚିଦେବୀ । ଏହିର ଆଦି ନିବାସ ଛିଲ ଶ୍ରୀହଟ୍ ଜେଳାୟ ।

ବାଲ୍ୟକାଳେ ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟେର ନାମ ଛିଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତର । ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଗୌରବଣ ଛିଲେନ ବଲେ ଅନେକେ ତାକେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବା ଗୋରା ବଲେ ଡାକତ । ପିତାମାତାର ମେହେର ଦୁଲାଲ ଏହି ଗୌରାଙ୍ଗ ବା ନିମାଇ ବଡ଼ ଦୂରତ୍ୱ ଛିଲେନ, ତାଁର ଦୂରତ୍ୱପନାୟ ସକଳେ ଅସ୍ଥିର । କାରାଓ କଳାବାଗାନ ଥେକେ କଳା ଚୁରି କରଛେନ ଛୋଟ୍ ନିମାଇ, ଗଞ୍ଜା ତୋଳପାଡ଼ କରେ ଝାନେର ଘାଟେ ସାତାର କାଟଛେନ, ଗଞ୍ଜାମ୍ବାନରତ ବ୍ରାହ୍ମଗଦେର କାପଡ଼-ଚାଦର ଜଳେ ଡିଜିଯେ ଲୁକିଯେ ରାଖଛେନ, କାରାଓ ପୂଜାର ଆସନେ ଗିଯେ ବସେ ନୈବେଦ୍ୟେର ଫଳମୂଳ ଖେଯେ ଛୁଟେ ପାଲାଛେନ, ଏହି ହଚ୍ଛ ବାଲକ ନିମାଇ-ଏର ଛବି । ଏକଟା ଉପାୟ ପେଯେ ଗେଲେନ ଶଚ୍ଚିମାତା । ଯଥନୀଁ ନିମାଇ କୋନେ ବାଯନା ଧରେ କାନ୍ଦତେ ଥାକେନ, ତଥନୀଁ ଶଚ୍ଚିମାତା ‘ଶ୍ରୀହରି, ଶ୍ରୀହରି’ ଜପ କରତେ ଥାକେନ ଉଚ୍ଚକଟେ । ବ୍ୟାସ, ଏକେବାରେ ଶାନ୍ତ ହୟେ ଯାନ ନିମାଇ ।

ବିଦ୍ୟାଲାଭେର ଜନ୍ୟ ପିତାମାତା ନିମାଇକେ ପାଠାଲେନ ଗଞ୍ଜାଦାସ ପଣ୍ଡିତେର ଟୋଲେ । ଗଞ୍ଜାଦାସ, ବିଷ୍ଣୁଦାସ ଓ ସୁଦର୍ଶନ—ଏହି ତିନ ପଣ୍ଡିତେର ନିକଟ ତିନି ଅଧ୍ୟଯନ କରେନ । ବ୍ୟାକରଣ, ଅଲକ୍ଷାର, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୃତି ଶାନ୍ତ ଅଧ୍ୟଯନ କରେ ତିନି ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରେନ । ତାଁର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟେ ଖ୍ୟାତି ଚତୁର୍ଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଏର ପୂର୍ବେଇ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ପରଲୋକ ଗମନ କରରେହେନ ।

ମାତ୍ର କୁଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେର ଗୃହେ ଏକଟି ଟୋଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଆରାତ୍ କରେନ । ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିନି ପରିହାସପ୍ରିୟ ହୟେ ଓଠେନ । ସୁଯୋଗ ପେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଦେର ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ ନିଯେ ବିଚାର-ବିତର୍କ କରରେନ ତିନି । ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ କେଶବ କାଶ୍ମିରୀକେ ତର୍କ୍ୟନ୍ଦେ ପରାଜିତ କରେ ତିନି ନବଦ୍ଵାପାସୀଦେର ମାନ ବାଁଚାନ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାମେ ଏକ ବାଲିକାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ନିମାଇଯେର ବିବାହ ହୟ । ପିତୃଭୂମି ଦର୍ଶନେର ଜନ୍ୟ ଶ୍ରୀହଟ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଭରଣେ ବେର ହନ ନିମାଇ ।

সেখানে বড় বড় পণ্ডিতেরা সম্মিলিত হয়ে অভিনন্দিত করেন তাঁকে। পূর্ববঙ্গ হতে ফিরে তিনি জানলেন তাঁর শ্রীবিয়োগ হয়েছে। এই ঘটনায় বেশ ভেঙে পড়লেন তিনি। সংসারের প্রতি আসক্তি তাঁর কমে গেল, ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মাতা শচিদেবী তাঁকে সংসারের প্রতি অনুরাগী করবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু কিছুতেই যেন তাঁর মনে শান্তি এল না।

মায়ের অনুমতি নিয়ে পিতার পিণ্ডানের উদ্দেশ্যে নিমাই গয়াধামে গমন করেন। গয়ায় উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে বারবার ভক্তির আবেগে তাঁর ভাবাবেশ হতে লাগল। এই সময় ভক্তশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। আর নিমাইয়ের মনে তখন ভক্তিরসের প্লাবন। তাঁই ঈশ্বরপুরীর ধর্মকথা নিমাইয়ের মনে অসীম পুরুক সৃষ্টি করল। ঈশ্বরপুরী তাঁকে মহামন্ত্র দান করেন। ভাবের উচ্চাসে নিমাই বাড়ি না ফিরে দ্বারকার পথে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হলেন। সঙ্গীরা তাঁকে জোর করে ফিরিয়ে আনল নববীপে।

নিমাই এখন এক অন্য মানুষ। কখনও বাহ্যজ্ঞানরহিত হচ্ছেন, কখনও বা ভাবাবেগে অক্ষণ্পাত করছেন। কৃষ্ণপ্রেমে মেতে উঠেছেন তিনি তখন। শচিদেবী কবirাজ ডাকলেন, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমে যিনি পাগল, কবirাজ তাঁর আর কি করবে? শচিদেবী ভক্ত শ্রীবাসকে ডেকে নিমাইকে বোঝাতে বললেন। কিন্তু শ্রীবাস নিমাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানলেন, ভক্তির অবতার নিমাইয়ের ভক্তিমন্ত্রে শীঘ্রই সমস্ত দেশ মুখৰিত হয়ে উঠবে।

সংসারে পূর্ণমাত্রায় বিরাগ দেখা দিল নিমাইয়ের, টোল তুলে দিয়ে হরিনাম গেয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি। নিত্যানন্দ, অবৈতাচার্য, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস প্রভৃতির সঙ্গে নববীপের পথে পথে কীর্তন গেয়ে বেড়াতে লাগলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর নিমাই। ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের অঙ্গে নিমাই ও তাঁর পার্যদগ্নের মধ্যে গদাধর দাস, যবন হরিদাস, বুদ্ধিমত্ত খান প্রভৃতি ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও যবন হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণাঞ্চলের প্রচার করো।' জগাই ও মাধাই নামে দুজন দুর্বৃত্তও তাঁর শিক্ষায় হরিনামের

ଆସ୍ଥାଦ ପେଲ । ପରେ ଉଚ୍ଚ ରାଜପଦାଧିକାରୀ ରୂପ ଏବଂ ସନାତନଓ ତାଁର ପାର୍ଶ୍ଵ ଗୋଟିଭୁକ୍ତ ହନ ।

ନବଦ୍ଵୀପେ ମୁସଲମାନ କାଜି ନାମସଂକିର୍ତ୍ତନେର ଉପର ନିଷେଧାଙ୍ଗୀ ଜାରି କରଲେ ନିମାଇ ସମ୍ମତ ନବଦ୍ଵୀପବାସୀଙ୍କେ ଏକତ୍ର କରେ କାଜିର ଆଙ୍ଗୀ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସମବେତ ନାମସଂକିର୍ତ୍ତନ କରେନ । ଅବଶେଷେ କାଜି ତାଁର ନିଷେଧାଙ୍ଗୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେନ । ଭାରତେର ଇତିହାସେ ଏଟାଇ ପ୍ରଥମ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ ।

ନବଦ୍ଵୀପେ ନିମାଇଯେର ମନ ଟିକଛିଲ ନା । ସନ୍ନ୍ୟାସଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରାର ଘାନସେ ତିନି ମାଯେର ନିକଟ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲେନ । ପ୍ରଥମେ ଆପନ୍ତି କରଲେଓ ଧରମଶିଳା ଶଚ୍ଚିଦେବୀ ପୁତ୍ରେର ସଂକଳ୍ପେ ଆପନ୍ତି କରତେ ପାରଲେନ ନା । ଏକଦିନ କାଉକେ ନା ଜାନିଯେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରଲେନ ନିମାଇ ଓ କାଟୋଯାଯ ଗିଯେ କେଶବ-ଭାରତୀର ନିକଟ ସନ୍ନ୍ୟାସଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହଲେନ । ତାଁର ନାମ ହଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଦେବ । ଆଶ୍ରୀଯମ୍ବଜନ-ପରିଚୟହୀନ କପର୍ଦକଶୂନ୍ୟ ନିଃସମ୍ବଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତିନି । ତାଁର ସମ୍ବଲ ଶୁଦ୍ଧ ଦଙ୍ଗକମଞ୍ଗୁ ଆର କୌପିନ । ଜୀବିକାର ଉପାୟ ଭିକ୍ଷା ।

ଏରପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀଧାମେ ଗମନ କରଲେନ । ପୁରୀର ଯନ୍ତ୍ରିରଦ୍ୱାରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ’ କରେ ଭାବୋନ୍ତି ହୟେ ଗେଲେନ ତିନି । ଦିଗ୍ବିଦିକଙ୍ଗାନଶୂନ୍ୟ ହୟେ ଲାଫ ଦିଯେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଜଗନ୍ନାଥକେ ଧରତେ ଗିଯେ ବାହ୍ୟାନଶୂନ୍ୟ ହୟେ ପଡ଼ଲେନ । ଯନ୍ତ୍ରିର ସେବକଗଣ ଉତ୍ସେଜିତ ହୟେ ଅଚେତନ ପ୍ରଭୁକେ ପ୍ରହାର କରତେ ଉଦ୍‌ୟତ ହଲ । ଏମନ ସମୟ ସେଖାନେ ଉପାୟିତ ହଲେନ ମହାପଣ୍ଡିତ ଶାନ୍ତରୂପୀ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ନୈୟାଯିକ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ । ତାଁର ଆଦେଶେ କ୍ଷାନ୍ତ ହଲ ସକଳେ । ବାଢ଼ିତେ ଏଣେ ସଯତ୍ରେ ପ୍ରଭୁର ସେବାଶୁଦ୍ଧ୍ୟା କରତେ ଲାଗଲେନ ସାର୍ବଭୌମ ।

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଓ ସାର୍ବଭୌମର ମଧ୍ୟେ ସନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହଲ । ଏକଦିନ ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରଭୁକେ ବଲଲେନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଲ ବେଦାନ୍ତବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ । ସାର୍ବଭୌମ ବେଦାନ୍ତସ୍ତ୍ର ପାଠ ଶୁରୁ କରଲେନ, ପ୍ରଭୁ ଓ ଅନୁଗତ ଶିଷ୍ୟେର ମତୋ ତାଁର କାହେ ବସେ ପାଠ ଶୁଣେ ଯେତେ ଲାଗଲେନ ପରମ ନିଷ୍ଠାୟ । ଏକେ ଏକେ ସାତାଟି ଦିନ ଚଲେ ଗେଲ, ପ୍ରଭୁର ମୁଖେ ଏକଟି କଥା ନେଇ । ସାର୍ବଭୌମ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ—ଆମି ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଇ, ତା ବେଶ ବୁଝାତେ ପାରଇ ତୋ ?

ପ୍ରଭୁ ବିନୀତ କଟେ ଉତ୍ତର ଦିଲେନ—ଆଜେ, ମୂଳ ସୂତ୍ରଶୁଲି ପରିଷ୍କାର ବୁଝାତେ ପାରାଇ, କିନ୍ତୁ ଆପନାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠିକ ବୁଝାତେ ପାରାଇ ନା । ଆପନାର ଆଙ୍ଗୀ ବେଦାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରା, ତାଇ ନୀରବେ ଶୁଣେ ଯାଇଛି ।

সার্বভৌমের পাণিত্যের অভিমানে আঘাত লাগল, প্রশং করলেন—তবে কি আমার ব্যাখ্যা ঠিক হচ্ছে না, বলতে চাও ?

বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন প্রভু—আপনার ব্যাখ্যা যেন কতকটা মনগড়া, মায়াবাদ প্রচারের জন্য যেন সেটা করা হয়েছে। আমার মনে হয়, বেদের সূত্রগুলির প্রকৃত সহজ অর্থ তা নয়।

বেদের আচার্য মহাপণিত সার্বভৌম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আমার এ ব্যাখ্যা করে গেছেন স্বয়ং ভগবান শক্ষরাচার্য।

সার্বভৌমের কথায় শ্রীচৈতন্যদেব এবার ধীর-স্থিরভাবে বেদান্ত-সূত্রের এক একটি করে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। মায়াবাদ যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে লাগল সে ব্যাখ্যায়। প্রত্যেক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভু সেই একটি তত্ত্বই প্রমাণ করলেন যে তগবঙ্গিতি বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ।

সার্বভৌমের পাণিত্যের অভিমান লুপ্ত হল। তিনি চমকিত হয়ে অনুভব করলেন, তরঁত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বিরাজ করছেন রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ, কেটি সূর্যময় এক অপূর্ব ষড়ভূজমূর্তি।

পুরীতে কিছুদিন থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমায় বের হন প্রভু। যেখানে গেছেন তিনি সেখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমধর্মে মুঝ হয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। বহু নরনারীকে হরিনামের মন্ত্রে মুঝ করেছেন তিনি, বহুজনকে নিঃশ্বেষস লাভের পথে পরিচালিত করেছেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরূদ্র ও প্রধান অমাত্য রামানন্দ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাংলায় হরিনাম বিলাবার ভার নিয়ানন্দ প্রভুর উপর অপিত হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে ও অন্যত্র বহু লুপ্ত তীর্থস্থান উদ্ধার করেন এবং তাদের স্বামহিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুদৃঢ় দাশনিক ভিত্তি স্থাপিত হয় যার দ্বারা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব আচার্যগণ সুবিশাল বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

শ্রীচৈতন্য সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করে দ্বাবিড়, তামিল, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি দেশে হরিনাম বিতরণ করেন। হরিগুণগান করতে করতে নিজেকে ভুলে যেতেন তিনি, চোখ থেকে অনবরত জল পড়ত তাঁর। কৃষ্ণভক্তিতে আকুল হয়ে তমালতকে আলিঙ্গন করেছেন তিনি, সাগরের নীল জল দেখে যমুনা ভোবে সেই জলে ঝাপ দিয়েছেন।

ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟଦେବ ଚକ୍ରବିରଶ ସମ୍ପଦ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଠାରୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଲାଚଳେ ବାସ କରେନ । ଜୀବନରେ ଶୈଖ ବର୍ଷାଗୁରୁ ତାଁର ଦିବ୍ୟାଶ୍ଵାଦ ଅବସ୍ଥା ଅତିବାହିତ ହୁଏ । ଦୀର୍ଘ ଚକ୍ରବିରଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହରିଗୁଣଗାନେ ଅତିବାହିତ କରିବାର ପର ଆଟ୍ଚଙ୍ଗିଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦରେ ୧୫୩୪ ଖ୍ରୀଟୀଏବେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଯ୍ୟ ନିଲାଚଳେ ମହାପ୍ରଭୁର ଜୀବନସ୍ର୍ଯୁ ଅନ୍ତମିତ ହୁଏ ।

ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟଦେବର ଜୀବନକାହିନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ବାଂଲାଯ ଅନେକଗୁଲି କାବ୍ୟ ରଚିତ ହେଲାଛି । ତାଁର ଜୀବନୀ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସର୍ପଥର୍ମ ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନୀ-ସାହିତ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ । ତାଁର ଲୋକୋତ୍ତର ଜୀବନ ମାନୁଷେର ମନକେ ଏମନଭାବେ ଅଭିଭୂତ କରେଛି ଯେ, ତାଁକେ ସକଳେ ଅବତାରଜ୍ଞାନେ ଦେବତାର ଆସନେ ବସିଯେ ପୂଜା କରତେ ଲାଗିଲା । ପ୍ରଥମ ଚିତେନ୍ୟଜୀବନୀ ସଂକ୍ଷିତ ଭାଷାଯ ରଚିତ । ବାଂଲା ଭାଷାଯ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଚିତେନ୍ୟଜୀବନୀ ବୃଦ୍ଧାବନଦାସେର ‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟ-ଭାଗବତ’ । ଲୋଚନଦାସେର ‘ଚିତେନ୍ୟମଙ୍ଗଳ’ କାବ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ରଚିତ । ମୁରାରି ଗୁଣ୍ଡର ମହାକାବ୍ୟେର ଆକାରେ ସଂକ୍ଷିତେ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚିତେନ୍ୟ-ଚରିତାମୃତ’ । ଏହାଡା କୃଷ୍ଣାସ କବିରାଜେର ରଚିତ ‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟଚରିତାମୃତ’, ଗୋବିନ୍ଦଦାସେର ‘କଢ଼ଚା’, ଜ୍ୟାନମ୍ବେଦର ‘ଚିତେନ୍ୟମଙ୍ଗଳ’ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷଭାବେ ଉତ୍ସେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟଦେବର ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ହୁଏ ମାନବଧର୍ମ । ନାମକିର୍ଣ୍ଣନ, ବିଗ୍ରହ-ସେବା ଆର ନିରନ୍ତର ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା ସ୍ମରଣ-ମନନ—ଏର ମାଧ୍ୟମେଇ ହୁଏ ଭଗବାନେର ଭଜନ । ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟଦେବର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଭଜନପଦ୍ଧତି ସହଜସାଧ୍ୟ । ତିନି ପ୍ରଚାର କରେନ—ମାନୁଷେ ପ୍ରେମ, ଭଗବାନେ ଭକ୍ତି ଆର ତାଁର ସାଧନ ଏବଂ ନାମକିର୍ଣ୍ଣନ । ଭଗବାନେର ଶ୍ରୀତିବିଧାନଇ ଭଜେର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାଧନା । ଏକା ନଯ, ମୀରବେ ନଯ, ଗୋପନେ ନଯ, ଦଶଜନେ ମିଳେ ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିପଥେର ସହାୟ, ଆୟୁରକ୍ଷାର ସହାୟ ଓ ଆୟୁରବିଦ୍ୱାରେର ଉପାୟ—ଏହି ଛିଲ ତାଁର ଅଭିମତ ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣର ଯୁଗଲଭଜନେର ସାଧନାକେ ନବ ଭାବେ ଏବଂ ନବ ଉଦ୍‌ଦୀପନାୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି କରିଲେନ ତିନି । ତାଁଇ ବୈଷ୍ଣବପ୍ରେମ, ଭକ୍ତିବାଦ ଓ ଭକ୍ତହନ୍ଦଯେର ଆକୁଳ ପ୍ରକାଶ ଦେଖା ଯାଇ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳିଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ।

ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟର ବାଣୀ

ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟଦେବ ନିଜେ ବକ୍ତ୍ତା ବା ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମପ୍ରଚାର କରେନନି । ତାଁର ଜୀବନଇ ତାଁର ବାଣୀ । ‘ଆପନି ଆଚାରି ଧର୍ମ ଅପରେ ଶିଖାଯ୍ୟ ।’ ତିନି ବଲେଛେ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହେଲେଇ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହବେ, ଜୀବେର ଚରମ ଶାନ୍ତି ହବେ । ତାଁର

যুগান্তকারী বৈপ্লবিক বাণী—‘সকলে হরিনাম শ্রহণ করো। জাতি-বর্ণ আবার কি ? যে নাম শ্রহণ করবে সে স্মৃতি হলেও শুষ্ঠি। যে ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ।’

সবার উপরে মানুষ সত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের সবচেয়ে বড় দান মানুষকে মর্যাদা দান। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে পরমার্থের অধিকার দেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ঘোষণ করেন, প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার ও যোগ্যতা আছে কৃষ্ণাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সর্বকারণের কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায়। তিনি শেখালেন, ‘চণ্ডোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ’। ভক্ত চণ্ডুল ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কী তেজের কথা, সাহসের কথা, কত বড় বিপ্লবের কথা !

সর্বসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মের বিস্তারের প্রধান কারণ—
এর সাম্য, সরলতা ও গণ-আবেদন। তাঁর জীবন ও তাঁর মহামিলনের বাণী
স্মরণ করে বর্তমানের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। দেশ থেকে
জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি পাপ চিরতরে দূর হতে পারে।